Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তওবা ও ইস্তিগফার

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

আফরোজা বেগম

রোলঃ 216022027

২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তওবা ও ইস্তিগফার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা বেগম

রোলঃ 216022027

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "তওবা ও ইস্তিগফার" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফরোজা বেগম, আইডিঃ 216022027 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তওবা ও ইস্তিগফার" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Afroza Begum

(স্বাক্ষর)

আফরোজা বেগম

আইডিঃ 216022027

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২ জুন, ২০২৪ ইং

সূচীপত্র

ভূমিকা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। অন্য সব মাখলুক থেকে মানুষের একটি অনন্য পার্থক্য হলো অন্য মাখলুকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান বা আকল নেই। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই মানুষকে অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ করেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন:

অর্থ :নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকার আকৃতি দিয়ে এবং জ্ঞান ও যোগ্যত দিয়ে যার সুন্দরতম নমুনা হলো নবী ও রসূল গণ।

(সুরা আত্ব-তীন -৪)

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি একদিকে ক্ষমাকারী ও তওবা কবুলকারী; অপর দিকে কঠিন আযাব প্রদানকারী। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সে মহামানবের প্রতি, যাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরণ করা হয়েছে।

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"অর্থঃ আপনি আমার বান্দাদের বলে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সুরা আল-হিজর : ৪৯)

আল্লাহ বলেনঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল সংশোধন করবেন এবং গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করেরে। (সুরা আল-আহযাব ৭০-৭১)

তওবা ও ইস্তিগফার মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের এক বিশেষ গুনা। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদত বন্দেগী তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ-তায়ালার

আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে বসে, আল্লাহ তায়ালার মরজি মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে, তাই আল্লাহ তায়ালা তার যে ভুল বা গুনাহ থেকে মুক্তিদানের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন।

এই তাওবা ও ইস্তিগফার একজন মুমিনকে দান, করে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবন। মুমিনকে সর্বদা গুনাহমুক্ত জীবনের প্রতি করে অনুপ্রাণিত।মু'মিনকে নিয়ে যায় ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে।

ইস্তেগফার

ইস্তেগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া।ইস্তিগফার মানে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজ গুনাহ্ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেন আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন এবং উক্ত গুনাহ্'র জন্য শাস্তির সম্মুখীন না করেন। চাই তা কোন তিরস্কার ছাড়াই সমূলে ক্ষমা করে দিয়ে হোক অথবা কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে বান্দাহ্'র স্বীকারোক্তি আদায় করেই হোক।

আবার ক্ষমা করা কখনো কথায় হতে পারে আবার কখনো কাজের মাধ্যমে। কারণ, মাগফিরাত শব্দের অর্থ কাউকে গুনাহ্'র অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা। তবে কেউ কেউ এর অর্থ কারোর কোন গুনাহ্ ঢেকে বা লুকিয়ে রাখাও বলেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التغابن [١٤ :

"তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের দোষ-ক্রটিগুলো উপেক্ষা করো ও লুকিয়ে রাখো তা হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। (তাগাবুন: ১৪)

তবে পবিত্র কুর'আনে ইস্তিগফার শব্দটি নিম্নোক্ত কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

ক. তাফসীরবিদ মুজাহিদ ও 'ইকরিমাহ (রাহিমাহুমাল্লাহ) এর মতে ইস্তিগফার শব্দটি কখনো কখনো ইসলামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাঁরা নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون (َ

"তুমি(নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা মোসলমান থাকে"। (আনফাল : ৩৩)

খ. ইস্তিগফার শব্দটি আবার কখনো কখনো দো'আর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যে দো'আয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা রয়েছে সেটিই ইস্তিগফার। তবে ইস্তিগফার কখনো দো'আ হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে; যখন তা মৌখিক না হয়ে শুধুমাত্র কর্মগত হয়। তেমনিভাবে আবার কখনো দো'আটিও ইস্তিগফার হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে; যখন তাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন ধরনের ক্ষমা প্রার্থনা না থাকে।

গ. ইস্তিগফার শব্দটি আবার কখনো কখনো তাওবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর তখনই অনেকে তাওবা ও ইস্তিগফারকে একই মনে করে থাকেন; অথচ কুর'আন ও হাদীস সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তাওবা ও ইস্তিগফার শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটি একাকী ব্যবহৃত হলে একটি অপরটিকেও বুঝায়। তবে উভয়টি একত্রে ব্যবহৃত হলে এর প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন ইস্তিগফার শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিজ পূর্বেকার সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুক্তি কামনা করা। আর তাওবা শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিজ সকল অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কল্যাণময় বিধানের দিকে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুক্তি কামনা করা।

'আল্লামাহ্ ইব্‌দুল-ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইস্তিগফার শব্দটি দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। কখনো তা একাকী। আবার কখনো তাওবা শব্দটির সাথে একত্রে মিলিত হয়ে। একা ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত সমূহ নিম্নরূপ:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا "নূহ্ (৪) বললেন: আমি একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছি: তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল। তা হলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন"। (নূহ: ১০-১১) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النمل[٤٦

"কেন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো না তা হলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহভাজন হতে পারবে"। (নামল: ৪৬)

তিনি আরো বলেন:

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة[١٩٩ :

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম করুণাময়"। (বাক্বারাহ: ১৯৯)

তিনি আরো বলেন :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون (◌َ

"তুমি [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে"। (আনফাল: ৩৩)

তাওবার সাথে একত্রে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত সমূহঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي

فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ [هود[٣ :

"আর এ জন্যও যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও। যার ফলে তিনি তোমাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ

সম্ভোগের সুযোগ দিবেন এবং প্রত্যেক আমলকারীকে তার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন"।(হূদ:৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:-

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ [هود[٥٢ :

"হৃদ্ (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেন: তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও। তা হলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি আরো বাড়িয়ে দিবেন। তবে তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না"। (হৃদ: ৫২)

তিনি আরো বলেন:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب(ٌ

"স্বালিহ্ (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেন: তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়ে তা আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতি নিকটে এবং প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা গ্রহণকারী"। (হুদ: ৬১) তিনি আরো বলেন:

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ [هود[٩٠ :

"শু'আইব্ (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেন: তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও। নিশ্চয়ই আমার প্রভু পরম দয়ালু অতি স্নেহময়"। (হৃদ: ৯০)

অতএব ইস্তিগফার শব্দটি যখন একাকী ব্যবহৃত হয় তখন তা তাওবার অর্থই বহন করে। বরং তা তাওবাই বটে। তবে তাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা তথা বান্দাহ্'র গুনাগুলো মুছে ফেলা এবং তাকে উহার প্রতিক্রিয়া ও অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার বাসনাও বিদ্যমান। মূলতঃ ইস্তিগফার মানে শুধু বান্দাহ্'র গুনাহগুলো লুকিয়ে রাখা নয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করার মানসিকতা ছাড়াও কারো কারোর গুনাহ্ লুকিয়ে রাখেন। তবে ক্ষমার মধ্যে লুকিয়ে রাখার অর্থ আংশিকভাবে হলেও বিদ্যমান। অতএব ইস্তিগফার শব্দটির মধ্যে গুনাহ্'র অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। যা তার মূল অর্থ। আর এ ইস্তিগফারই তো মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা করে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)

"তুমি [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে"। (আনফাল: ৩৩)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে শাস্তি দিবেন না। তবে কেউ গুনাহ্'র উপর স্থির থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করবেন না। কারণ, তা সার্বিক অর্থে ইস্তিগফার হয়নি। এতে বুঝা গেলো ইস্তিগফার শব্দটি একাকী ব্যবহৃত হলে তা তাওবার অর্থও বহন করে। তেমনিভাবে তাওবা শব্দটিও একাকী ব্যবহৃত হলে তা ইস্তিগফারের অর্থও বহন করে।

তবে উভয় শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হলে ইস্তিগফার শব্দটির অর্থ নিজ পূর্বেকার সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুক্তি কামনা করা। আর তাওবা শব্দটির অর্থ নিজ সকল অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কল্যাণময় বিধানের দিকে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট

মুক্তি কামনা করা। তা হলে এখানে গুনাহ্ হলো দু' প্রকারের। যা বিগত তা থেকে ইস্তিগফার মানে তার অনিষ্ট থেকে মুক্তি কামনা করা। যার আশঙ্কা করা হচ্ছে তা থেকে তাওবা মানে তা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। আর আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে আসা উভয়টাকেই শামিল করে। আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে আসা নিজ পূর্বেকার সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে আসা ভবিষ্যতে তার কুপ্রবৃত্তি ও তার অবৈধ কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য।

এ দিকে গুনাহগার এমন পথের অনুগামী যা তাকে ধ্বংসের দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; সঠিক উদ্দেশ্যের পথে নয়। তা হলে তাকে অবশ্যই এ পথ ছেড়ে মুক্তির পথের দিকে ফিরে আসতে হবে। যা তার মূল লক্ষ্য ও যাতে রয়েছে তার সমূহ কল্যাণ। তা হলে এখানে দু'টি জিনিস। একটি ছেড়ে অন্যটির দিকে ফিরে যেতে হবে। ছাড়ার নামই ইস্তিগফার আর ফিরার নামই তাওবা। তবে এর প্রতিটি শব্দ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হলে একটি অপরটিকেও বুঝাবে। আর বান্দাহ্ এর উভয়টির প্রতিই মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে তাকে কখনো কখনো উভয়টির আদেশ একত্রেই করা হয়েছে।

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [هود[٣ :

"আর এ জন্যও যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো অতঃপর তাঁর নিকট ফিরে যাও"। (হূদ: ৩)

অন্য দিকে ইস্তিগফার হচ্ছে ক্ষতি থেকে মুক্তি কামনা করা আর তাওবা হচ্ছে লাভ অর্জন করতে চাওয়া। সুতরাং ইস্তিগফারের মাধ্যমে বান্দাহ্ পূর্বের অবৈধ কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে চায় আর তাওবার মাধ্যমে সে এমন কিছু পেতে চায় যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হবেন।'

যুন্নুন আল-মাসরী বা মিশরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

الاسْتِغْفَارُ جَامِعُ المَعَانِ : أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَثَانِيهَا: الْعَزْمُ عَلَى التَّرْكِ وَثَالِثُهَا: أَداءُ مَا ضَيَّعَتَ مِنْ فَرْضِ الله وَرَابِعُهَا: رَدُّ الْمَظَالِمِ فِي الْأَمْوَالِ الحرام نَبَتَ عَلَى وَالْأَعْرَاضِ وَالْمَصَالِحِ عَلَيْهَا وَخَامِسَهَا: إِذَابَةُ كُلَّ لَحْمٍ وَدَم وَسَادِسُهَا: إِذَاقَةُ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا وَجَدْتَ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَة. ِ

"ইস্তিগফার শব্দটি অনেকগুলো অর্থ বহন করে। যার মধ্যকার সর্ব প্রথমটি হচ্ছে পূর্বের গুনাহ্'র উপর লজ্জিত হওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাপগুলো

১ (মাদারিজুস্-সালিকীন ১/৩০৭-৩০৮)

ছাড়ার একান্ত দৃঢ় অঙ্গীকার। তৃতীয়টি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বিনষ্টকৃত ফরযগুলো আদায় করা। চতুর্থটি হচ্ছে কারোর উপর তার সম্পদ, সম্মান ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন যুলুম করে থাকলে তা ফিরিয়ে দেয়া। পঞ্চমটি হচ্ছে হারামের উপর যে রক্ত-মাংসের ভিত্তি তা কমিয়ে ফেলা। ষষ্ঠটি হচ্ছে আনুগত্যের কষ্ট সহ্য করা যেমনিভাবে অনুভব করা হয়েছে গুনাহ্ র সুমিষ্টতা।(নুযহাতুল-ফুযালা:৮৫৬)

ইস্তিগফারের বিধান

ইস্তিগফার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য ইবাদাতগুলোর একটি। চাই তা নিজের জন্য হোক অথবা অপরের জন্য। স্বাভাবিকভাবে ইস্তিগফার মুস্তাহাব।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المزمل[٢٠ :

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। (মুয্যাম্মিল: ২০)

উক্ত আয়াতে ইস্তিগফারের নির্দেশ থেকে তা মুস্তাহাব হওয়াই বুঝতে হবে। কারণ, ইস্তিগফার কখনো গুনাহ্ ছাড়াও হতে পারে। কেউ যেমন নিজের জন্য ইস্তিগফার করতে

পারেন তেমনিভাবে তা করতে পারেন নিজ মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, পূর্ববর্তী মু'মিন-মোসলমান ভাই-বোনদের জন্য।

তবে ইস্তিগফার কখনো ওয়াজিবও হতে পারে। যেমন: গুনাহ্ করার পর ইস্তিগফার তেমনিভাবে যার গীবত বা দোষ অন্যের সম্মুখে চর্চা করা হয়েছে তার জন্য ইস্তিগফার।

কখনো কখনো ইস্তেগফার মাকরূহও হতে পারে। যেমন: সদ্য মৃত কোন ব্যক্তির লাশের পাশে বসে তার জন্য ইস্তিগফার করা। যা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে কোনভাবেই বর্ণিত নয়। তবে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তার জানাযার নামাযে অথবা দাফন শেষে ইস্তিগফার করা যেতে পারে।

আবার কখনো কখনো ইস্তিগফার হারামও হতে পারে। যেমন: কোন কাফিরের জন্য ইস্তিগফার। যদিও সে ইস্তিগফারকারীর নিকটাত্মীয়ও হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَ لَهُ

أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة ۱۱۳-۱۱٤ :

"কোন নবী বা ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য এটি জায়িয নয় যে, তারা মুর্শিকদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন। যখন তারা সুস্পষ্টভাবে এ কথা জানে যে, নিশ্চয়ই ওরা জাহান্নামী। তবে ইব্রাহীম এর ইস্তিগফার যা তার পিতার জন্য করা হয়েছিলো তা ছিলো শুধু একটি ওয়াদার ভিত্তিতেই যা সে একদা তার পিতার সাথে করেছিলো। অতঃপর যখন তার নিকট এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তার পিতা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শত্রু তখন সে তার জন্য ইস্তিগফার করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হলো। নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিলো অতিশয় কোমল হৃদয় অত্যন্ত সহনশীল"। (তাওবা: **১১৩-১১৪**)

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন:

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [المنافقون [٦ :

"তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা নাই করো উভয়টিই তাদের জন্য সমান। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না"। (মুনাফিকুন: ৬)

তা হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইস্তিগফার মুনাফিকদের কোন ফায়েদাতেই আসবে না। কারণ, তাদের বিশ্বাস অতি নিকৃষ্ট ও একেবারেই বিকৃত। তারা মূলতঃ এখনো কুফরি, ফাসিকী এবং অতি নিকৃষ্ট কাজেই ডুবা। তাই তারা এমন শাস্তিরই উপযোগী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء[١٤٥ :

“নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের একান্ত নিম্ন স্তরেই অবস্থিত। তুমি তখন তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না"। (নিসা': ১৪৫)

ইস্তিগফারের প্রয়োজনীয়তা

ইস্তিগফার ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা নবী-রাসূলগণ নিজেরাই সর্বদা করতেন এবং নিজ সম্প্রদায়কেও এর দিকে দা'ওয়াত দিতেন। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে রাত্রের শেষ বেলায় ইস্তিগফারকারীদের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

'আল্লামাহ্ ইবনু বাত্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইস্তিগফার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: মানুষের মধ্যে নবীগণই সব চাইতে বেশি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করেন। কারণ, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকে সব চাইতে বেশি চিনেন। এ জন্যই তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায়ে ব্যস্ত থাকেন। উপরন্তু তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার আদায়ে নিজের মধ্যে ত্রুটি অনুভব করেন। অতএব

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁদের ইস্তিগফার করা মূলতঃ উক্ত ত্রুটি অনুভবের কারণেই। তাঁরা মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাছ থেকে যতটুকু ইবাদত পাওয়ার অধিকার রাখেন তা আমরা কোনভাবেই করতে পারছিনা।'

বস্তুতঃ একজন বান্দাহ্ সর্বদা তার প্রভুর একান্ত মুখাপেক্ষী। চাই তা নিজ অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেই হোক অথবা বিশেষ গুণাবলী অর্জনের ক্ষেত্রে। তাই মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তার প্রভুর একান্ত মুখাপেক্ষী। যে মুখাপেক্ষিতা কখনো তার থেকে ভিন্ন হওয়ার নয়। মানুষ তার প্রতিটি কাজে-কারবারে,তার চলাফেরায় এমনকি তার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে সে তার প্রভুর মুখাপেক্ষী। আর এ ব্যাপারটি সত্যিকারার্থে বুঝার ক্ষেত্রে মানুষ আবার অনেক প্রকার। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে বেশি চিনেন বলে তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকে বেশি ভয় করেন এবং তাঁর নিকট বেশি বেশি ইস্তিগফার করেন। আর এঁদের পরেই সত্যিকারের আলিম সম্প্রদায় দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত। কারণ, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে যত বেশি চিনেন তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ততো বেশি ভয় করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر ٢٨ :

"আল্লাহ্'র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে সত্যিকারার্থে ভয়

১ (ফাৎহুল-বারী ১১/১০১, ২০২

করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল''। (ফাত্বির: ২৮)

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, সত্যিকার আলিমগণ সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এভাবে তাঁরা অন্যদেরকেও সর্বদা ইস্তিগফার করতে উৎসাহিত করেন। শিক্ষা ও উপদেশের ক্ষেত্রে তাঁদের এ জাতীয় অসিয়ত কারোর অজানা নয়। কারণ, তাঁরা জানেন ইস্তিগফারে রয়েছে রক্ষা ও নিরাপত্তা, গুনাহ্ মাফ ও সকল কাজে সহজতা।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) ইস্তিগফারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন: ইস্তিগফার একজন মানুষকে অপছন্দনীয় কাজ থেকে পছন্দনীয় কাজের দিকে, অপরিপূর্ণ কাজ থেকে পরিপূর্ণ কাজের দিকে এমনকি একজন মানুষকে নিচু পর্যায় থেকে উঁচু পর্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। কারণ, একজন ইবাদতকারী যিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্যিকারার্থেই চিনেন তিনি প্রতিদিন এমনকি প্রতি ঘন্টা ও মিনিটে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে আরো বেশি জ্ঞান অর্জন করেন। উপরন্তু তিনি ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদতে আরো বেশি পরিপক্ক হন। তখন তিনি নিজ খানাপিনায়, ঘুমে ও চেতনে, কথায় ও কাজে অনেক ধরনের ত্রুটি অনুভব করে থাকেন। তিনি মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলার যে ধরনের ইবাদত করা দরকার তা আমার দ্বারা হচ্ছে না। অতএব তিনি দিনে ও রাতে তথা সর্বদা ইস্তিগফারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বরং তিনি কথায় ও কাজে এমনকি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ইস্তিগফার করা নিজের জন্য বাধ্যতামলক মনে করেন।কারণ,তিনি জানেন, তাতে অনেক ধরনের উপকার ও ফায়েদা রয়েছে। তাতে সকল ধরনের ক্ষতি ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। উপরন্তু তাতে শরীর ও মন সম্পর্কীয় সকল কর্মে শক্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারও নিহিত রয়েছে।

ইস্তিগফার সকল তাওহীদপন্থীর একটি একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় এবং তা তাঁদের সকলের সাথেই একান্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি এর সম্পর্ক কালিমায়ে ত্বায়্যিবাহ্ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাথেও। চাই সে তাওহীদপন্থী এ যুগের হোক কিংবা পূর্ব ও পরের যুগের। চাই সে উঁচু পর্যায়ের হোক অথবা নিচু পর্যায়ের। বরং তাওহীদ ও ইস্তিগফার আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টির সাথেই সম্পৃক্ত। তবে এ ব্যাপারে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। এতে প্রত্যেক আমলকারীর একটি নির্দিষ্ট পর্যায় রয়েছে।

তাই বলতে হয়, দৃঢ়তা ও সত্যবাদিতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের সাক্ষ্য সকল ধরনের শিরককে তিরোহিত করে। চাই তা ছোট হোক কিংবা বড়, ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত, পূর্বের হোক কিংবা পরের, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। আর ইস্তিগফার শিরক ছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ্ মুছে দেয়। যা মূলতঃ শিরকেরই শাখা-প্রশাখা।

অতএব বলা যায়, তাওহীদ মূল শিরককে দূরীভূত করে। আর ইস্তিগফার শিরকের সকল শাখা-প্রশাখা তথা অন্যান্য গুনাহসমূহ দূরীভূত করে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বোত্তম প্রশংসা হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আর সর্বোত্তম দো'আ হলো "আস্তাগফিরুল্লাহ্। আর এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল বান্দাহকে তার নিজের জন্য ও অন্যান্য সকল মু'মিন ভাইয়ের জন্য তাওহীদ ও ইস্তিগফারের আদেশ করেন।

'আল্লামাহ্ ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন: তাওবাহ্ হচ্ছে একটি মহৎ পুণ্যের কাজ। তাতে অন্যান্য পুণ্যের শর্তও আরোপ করা হয়েছে। যেমন: ইখলাস ও আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ নিষ্ঠা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূর্ণ আনুগত্য। আর ইস্তিগফার হচ্ছে একটি বড় পুণ্যের কাজ এবং এর দরোজাও অতি প্রশস্ত। তাই কেউ নিজ কথা, কাজ, রিযিক ও অন্তর তথা তার সার্বিক অবস্থায় কোন ধরনের ত্রুটি ও পরিবর্তন অনুভব করলে সে যেন নিজ তাওহীদ ও ইস্তিগফারকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরে। কারণ, এতেই রয়েছে তার পরিপূর্ণ চিকিৎসা। যদি তার মধ্যে সত্যিকারার্থের সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা উপস্থিত থাকে।'

'আল্লামাহ্ ইবনুল -ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) তাওবাহ্ ও ইস্তিগফারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন: তোমার আমল ও অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদা, মহত্ত্ব ও অধিকারের সাথে তুলনা করে দেখো। যদি দেখো তোমার আমলটুকু আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার ও মর্যাদানুযায়ী হয়েছে তাহলে তোমার তাওবাহ্'র কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি দেখো তুমি যে সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, তাওয়াক্কুল, দুনিয়া বিমুখতা, আল্লাহমুখী হওয়া কিংবা যতো ইবাদতই করেছো তার অনেক অনেক গুণ বেশি করলেও আল্লাহ্ তা'আলার সামান্যটুকু অধিকারও আদায় করা সম্ভব হবে না। তাঁর একটা নিয়ামতের সমপরিমাণও হবে না। যা আমরা নিয়ত ভোগ করছি। বরং মানুষ যা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার অনেক অনেক গুণ বেশি পাওয়ার

(ফাতাওয়া ১১/৬৯৬-৬৯৮)

অধিকারী। তাহলে তুমি অবশ্যই তাওবাহ্'র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। মনে করবে, এটাই একজন মানুষের সর্বশেষ ভরসা। কারণ, বান্দাহ্ যখন আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার আদায় করতে সক্ষম নয় তখন তাওবাহ্ ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর নেই। আর এ কথা তখনই আসবে যখন কেউ আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার যথার্থ আদায় করতে পেরেছে বলে মনে করবে; অথচ ইবাদতে গাফিলতি, ত্রুটি, অলসতা ও অধিকাংশ সময় আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারের উপর নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া এটাতো আমাদের অধিকাংশ লোকেরই নিত্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, গুনাহ্ করলেই যে শুধু ইস্তিগফার করতে হয় তা নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব, মর্যাদা ও তাঁর অধিকার অনুযায়ী যে তাঁর যথার্থ ইবাদত করা সম্ভব হচ্ছে না এ ঘাটতি পূরণের জন্যও তাওবাহ্ হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের দো'আ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين(َ

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের অপরাধ ও ত্রুটিসমূহ এবং আমাদের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করুন। আমাদের পদযুগল দৃঢ় করুন এবং আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়ী করুন"। (আলি 'ইমরান: ১৪৭)

অন্য আয়াতে রয়েছে ,

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار(ِ

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের অপরাধ ও ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের গুনাহগুলো লুকিয়ে রাখুন। আর আমাদেরকে নেককারদের সাথে মৃত্যু দিন"। (আলি 'ইমরান: ১৯৩)

উক্ত আয়াতদুটোতে মু'মিনগণ দু'টি জিনিস থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চেয়েছেন। তার একটি হচ্ছে যুনূব তথা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে ত্রুটি। আর অপরটি হচ্ছে বাড়াবাড়ি তথা গুনাহ্ ও পাপরাজি।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলি 'ইমরানের মধ্যে বলেন: 4

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم

১ (তাহযীবু মাদারিজিস-সালিকীন: ৬৪১)

مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ

اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ) [آل عمران: ١٩٥

+ "তখন তাদের প্রভু তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন: তোমাদের মধ্যকার পুরুষ কিংবা নারী সে যেই হোক না কেন তার কোন আমল আমি নিষ্ফল করে দিই না। বরং এ ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। বরং তোমরা একে অপরের অংশ স্বরূপ। অতএব যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে নিজ ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ও আমার পথে কষ্ট দেয়া হয়েছে। এমনকি যারা যুদ্ধ করেছে এবং যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ করে দেয়া হয়েছে আমি তাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং তাদেরকে নিশ্চয়ই প্রবেশ করাবো এমন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অনেক নদ-নদী। যা হবে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একান্ত পুরস্কার। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই তো রয়েছে অতি উত্তম পুরস্কার"। (আলি-'ইমরান: ১৯৫)

উক্ত আয়াতে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। তবে এটি গুনাহ্'র ক্ষমা নয়। বরং তা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর অধিকার আদায়ে ত্রুটি- বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যা করার দরকার ছিলো তা করা হয়নি এবং তাঁর নিয়ামতের যতটুকু কৃতজ্ঞতা আদায়ের দরকার ছিলো তা আদায় করা হয়নি।

অতএব এটা মনে করলে চলবে না যে, তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার হচ্ছে একমাত্র গুনাহগারদের জন্য। অন্য কারোর জন্য নয়। বরং তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার একজন মু'মিনের জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয়। জীবনের শুরু, মাঝে ও শেষে তথা সর্বক্ষণই। কারণ, নেক আমল সম্পাদনে তার কোন না কোন ত্রুটি থাকতেই পারে। এখানেই শেষ নয় বরং তার জীবনে যে কোন গুনাহ্ ও পাপরাজি অবশ্যই থাকতেই পারে। আর এ দৃষ্টিকোণে নেক আমলের পরও ইস্তিগফ্ফার হতে পারে।

নেক আমলের পর ইস্তিগফার:

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহদেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করার পর ইস্তিগফারের আদেশ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المز : ٢٠]

"নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দাও তথা সাদাকা করো। তোমরা নিজেদের জন্য যে কোন নেকি তথা সাদাকা-খায়রাত অগ্রিম পাঠাবে তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরো উত্তম ও অতি লাভজনক হিসেবে সঞ্চিত পাবে। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু"। (মুয্যাম্মিল: ২০)

শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, প্রতিটি নেক আমলের পরই ইস্তিগফার করা উচিত।'

(তাদমুরিয়্যাহ:২/১৩৪ ফাতাওয়া :৩২/১৩৩)

ইস্তিগফারের ফজিলত

কুর'আন ও সহীহ হাদীসে ইস্তিগফার সম্পর্কীয় অনেক কথাই পাওয়া যায়। যা ইস্তিগফারের গুরুত্ব ও ফযীলত, কল্যাণ ও বরকত, লাভ ও ফায়েদাই বর্ণনা করে। তাতে ইস্তিগফারকারীর লাভ এবং যার জন্য ইস্তিগফার করা হচ্ছে তারও লাভ রয়েছে। কোন কোন জায়গায় ইস্তিগফারের আদেশ করা হয়েছে। আবার কোন কোন জায়গায় ইস্তিগফারের উপদেশও দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে কোন কোন জায়গায় নবীগণের ইস্তিগফারের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। এর সবই ইস্তিগফারের ফযীলত এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একান্ত পছন্দনীয় একটি ইবাদত হওয়াই বুঝায়। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে।

১. আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে ইস্তিগফারকারীদের প্রশংসা করেন:

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুত্তাকি বান্দাদের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧]

"যারা শেষ রাতে ইস্তিগফারকারী"। (আলি 'ইমরান: ১৭)

তিনি আরো বলেন:

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٨]

"আর তারা শেষ রাতে ইস্তিগফার করে"। (যারিয়াত: ১৮)

ইস্তিগফারকে এখানে শেষ রাতের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে। কারণ, সে সময়টি দো'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ সময়। কারণ, তখনকার ইবাদত মূলতঃ খুবই কষ্টকর। তবে যে কারোর মন তখন খুবই পরিচ্ছন্ন থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তখন নিচের আকাশে নেমে বলেন:

هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ

"এমন কোন ইস্তিগফারকারী আছে কি? সে ইস্তিগফার করবে। আর তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে"।'(মুসলিম,হাদীস ৭৫৮)

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: মানুষের অন্তর শেষ রাতে আল্লাহমুখী, পরিচ্ছন্ন ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য প্রস্তুত থাকে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সে সময় নিচের আকাশে নেমে ডাক দেন, আমাকে ডাকার কেউ আছে? আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছে? আমার নিকট তাওবাকারী কেউ আছে?'

এ জন্যই ইয়া'কুব (আলাইহিস সালাম) এর ছেলেরা যখন তাঁর নিকট তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইস্তিগফারের আবেদন করলো তখন তিনি সাথেসাথেই তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা না করে শেষ রাতের অপেক্ষায় থাকলেন এবং বললেন:

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يوسف. ٩٨ :

"অচিরেই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু"। (ইউসুফ: ৯৮)

ইবনু মাসউদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাখা'য়ী, 'উমর বিন্ ক্বাইস্ ও ইব্নু জুরাইজ (রাহিমাহুমুল্লাহ) এবং আরো অন্যান্যরা উক্ত আয়াতের এ জাতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(ফাতাওয়া ৫/১৩০-১৩১)

(ইবনু কাসীর ৪/৫২৫)

তেমনিভাবে ইব্রাহীম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাঁর পিতাকে বললেন:

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا) [مريم٤٧ :

"আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনি নিরাপদে থাকুন। আমি আর কোন দিন আপনার সাথে ঝামেলা করতে আসবো না। বরং আমি অচিরেই আপনার জন্য আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা চাবো। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অতি দয়ালু"। (মারইয়াম: ৪৭)

কেউ কেউ বলেছেন: ইব্রাহীম (আলাইহিসসালাম) ও তাঁর পিতার মাগফিরাত কামনার জন্য শেষ রাতের অপেক্ষায় ছিলেন।

২. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা ইস্তিগফার করতেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সর্বদা ইস্তিগফার করা ইস্তিগফারের বিশেষ ফযীলত এবং তা কল্যাণ 'ও বরকতময় হওয়া বুঝায়। কারণ, তিনি সর্বদা উত্তম আমলই করতেন। বরং সর্বদা ইস্তিগফার করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটিপ্রকাশ্য নিদর্শন বললেই চলে।

আগার আল-মুযানী ((রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أَنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"মাঝে মাঝে আমার অন্তরে হালকা অস্থিরতা ও গ্লানি আসে। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রতিদিন একশ' বার ক্ষমা চাই"।'

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

"আল্লাহ্'র কসম! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দৈনন্দিন সত্তর বারের বেশি ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করি"।'

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

انْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَفِي رِوايَةِ : إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

"আমরা একই বৈঠকে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনতে পারতাম।তিনি বলতেন: হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবাহ্ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ্ কবুলকারী দয়ালু। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ্ কবুলকারী ক্ষমাশীল”।

মূলতঃ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুর'আনের কয়েকটি জায়গায় নিজেই সরাসরি ইস্তিগফারের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ

والْإِبْكَارِ ﴾ [غافر[٥٥ :

১ (মুসলিম, হাদীস ২৭০২ আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৫) (বুখারী, হাদীস ৬৩০৭) ৩ (আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৬ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩

"অতএব তুমি ধৈর্য ধরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা সত্য। আর নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাও। উপরন্তু সকাল-বিকাল নিজ প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করো"। (গাফির/মু'মিন: ৫৫) তিনি আরো বলেন:

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء[١٠٦:

"আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু"। (নিসা': ১০৬)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন:

فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَنَكُمْ ﴾ [محمد[١٩ :

"অতএব তুমি জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। আর ক্ষমা চাও নিজ ভুল-ত্রুটির জন্য এবং সকল মু'মিন পুরুষ ও মহিলার জন্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন"। (মুহাম্মাদ: ১৯)

এমনকি আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিজ জীবনের শেষ সময়ও মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইস্তিগফারের জন্য আদিষ্ট হন।

আল্লাহ্ তা আলা বলেন:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر[٣ :

"তখন তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক তাওবাহ্ গ্রহণকারী"। (নাসর: ৩)

নবী(সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত আদেশ নিজ জীবনে যথার্থভাবে কার্যকর করেছেন।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ(ُ

إِلَّا يَقُولُ فِيهَا : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা নাসর নাযিল হওয়ার পর এমন কোন স্বালাত আদায় করেননি যাতে তিনি উপরোক্ত দো'আ পড়েননি যার অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।'

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا

وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকু' ও সাজদায় বেশি বেশি বলতেন যার অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি এরই মাধ্যমে মূলতঃ কুর'আনের আদেশই বাস্তবায়ন করতেন"।

৩. ইস্তিগফার করা সকল নবীগণের একটি বাহ্যিক নিদর্শন।

সকল নবী নিজেও ইস্তিগফার করেছেন এবং তাঁর উম্মতকেও ইস্তিগফারের প্রতি আহ্বান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আদম ও 'হাওয়া ('আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কে বলেন: তাঁরা একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়ার সময় বলেন:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣

“হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো”। (আ'রাফ: ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আলাইহিসসালাম) সম্পর্কে বলেন: তিনি একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেছেন:

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [القصص: ١٦

“হে আমার প্রভু! আমি নিজেই নিজের উপর যুলুম করেছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন (আল্লাহ্ তা'আলা) তাঁকে ক্ষমা

(১ (বুখারী, হাদীস ৪৯৬৭ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪)

২ (বুখারী, হাদীস ৮১৭ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪)

করেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু"। (কসাস: ১৬)

আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলেন:

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ) [ص[٢٤ :

"দাউদ (আলাইহিসসালাম) বুঝতে পারলো যে, নিশ্চয়ই আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন সে তার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং সাজদায় পড়ে তাওবাহ্ করলো"। (স্বাদ: ২৪)

নূহ (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ

بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرًا ﴾ [نوح[١٠-١٢ :

"তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে। তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করবেন উদ্যানসমূহ এবং প্রবাহিত করবেন প্রচুর নদী-নালা"। (নূহ: ১০-১২) নূহ (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও ইস্তিগফার করেছেন। তিনি বলেন:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ

الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ [نوح[٢٨ :

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে এবং যে আমার ঘরে মু'মিন হয়ে প্রবেশ করবে তাকেও এমনকি দুনিয়ার সকল মু'মিন পুরুষ এবং সকল মু'মিন মহিলাকেও ক্ষমা করুন”। (নূহ: ২৮)

স্বালিহ্ (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সামূদ বংশকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

يَنقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴾ [النمل: ٤٦]

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন সৎকর্ম ছেড়ে দ্রুত অসৎকর্মের দিকে ধাবিত হও। তোমরা কেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও না। আশাতো তিনি তোমাদেরকে অচিরেই দয়া করবেন"। (নামল: ৪৬।

স্বালিহ্ (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সম্প্রদায়কে আরো বলেন:

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ [هود: ٦١]

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদেরকে দিয়ে তা আবাদ করেছেন। তাই তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) তাঁর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবাহ্ করো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতি নিকটে এবং যে কারোর আবেদন গ্রহণকারী"। (হূদ: ৬১)

হূদ (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ [هود . ٥٢]

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবাহ্ করো। তাহলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি বাড়িয়ে দিবেন। আবারো তোমরা অপরাধী হতে যেও না"। (হূদ: ৫২)

শু'আইব্ (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ [هود: ٥٢]

"তোমরা (নিজেদের পাপের জন্য) নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবাহ্ করো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু পরম দয়ালু অতি প্রেমময়"। (হূদ: ৫২)

এ ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা ইস্তিগফারের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝায়।

৪. ইস্তিগফার হচ্ছে ইবাদতের মূল ও সঞ্জীবনী: '

একজন ইস্তিগফারকারী মূলতঃ ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে নিজের দীনতা, অধীনতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে। কারণ, সে জানে, তিনিই একমাত্র তার একক সৃষ্টিকর্তা। তিনিই একমাত্র ইবাদতের মালিক। তাঁর হাতেই সবকিছু এবং তাঁর দিকেই সব কিছুর প্রত্যাবর্তন। তিনিই একমাত্র বান্দাহ্'র পাপ মোচনকারী। তাই সে সর্বদা একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভরশীল। তার যা চাওয়ার দরকার সে তা একমাত্র তাঁরই নিকট চায়। যে কোন ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করে। সর্বদা সে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা কামনা করে। সে যে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী তাও সে সর্বদা অনুভব করে। এমন চেতনা যার সে কখনো নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদ ভাবে না এবং তাঁর রহমত থেকেও সে কখনো নিরাশ হয় না। ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি ইস্তিগফার করে না এমনকি এর মর্মও বুঝে না সে নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করে এবং কখনো কখনো সে তাঁর রহমত থেকে নিরাশও হয়ে যায়; অথচ এর উভয়টিই তার জন্য একান্ত ক্ষতিকর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ(◌َ

"তারা কি আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ মনে করছে; অথচ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না"। (আ'রাফ: ৯৯)

তিনি আরো বলেন:

وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ [الحجر: ٥٦]

"একমাত্র পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কেউই নিজ প্রভুর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না"। (হিজর: ৫৬) I

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: "সমূহ কল্যাণের মূল হচ্ছে তুমি সর্বদা মনেপ্রাণে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছেন তাই হয়েছে। যা তিনি চাননি তা হয়নি। সুতরাং সে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, সমূহ নেক কাজ একমাত্র তাঁরই নিয়ামত। অতএব সে কোন নেক কাজ করতে পারলে একমাত্র তাঁরই কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এবং তাঁর নিকট এ মর্মে দো'আ করবে যে, তিনি যেন তার কাছ থেকে এ জাতীয় নেক কাজের আগ্রহ কখনো ছিনিয়ে না নেন। সে এ কথাও বিশ্বাস করবে যে, গুনাহ্'র কাজ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক ধরনের শাস্তি স্বরূপ। সুতরাং সে কোন গুনাহ্'র কাজ করে ফেললে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে আশ্রয় কামনা করবে। এ জন্যই তো যাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে সত্যিকারার্থে চিনেছেন তাঁরা এ কথায় একমত যে, যত কল্যাণ তা সবই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তাওফীক দিলেই তা সংঘটিত হয়। আর যত অকল্যাণ তা সবই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা কারোর প্রতি দয়ার দৃষ্টি না দিলেই তা সংঘটিত হয়। তাঁরা আরো বলেন:

তাওফীক মানে বান্দাহকে তার নিজ হাতে সোপর্দ না করে আল্লাহ্ তা'আলার স্বয়ং তাকে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখা। আর কাউকে তাওফীক না দেয়া মানে বান্দাহ্'র সমূহ দায়-দায়িত্ব তার নিজ হাতেই উঠিয়ে দেয়া। সুতরাং বুঝা গেলো, সমূহ কল্যাণ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীকেই হয় এবং তা সবই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। এর কোন কিছুই বান্দাহ্'র হাতে নয়। আর কোন নেক কাজ করার তাওফীক বা সুযোগ তখনই পাওয়া সম্ভব যখন তা করার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই দো'আ করা হবে। তাঁর মুখাপেক্ষী হবে ও তাঁর নিকট নিজকে ন্যস্ত করবে। তাঁর দয়ার আশা করবে ও তাঁকে ভয় করে একমাত্র তাঁরই শরণাপন্ন হবে। এটিই হচ্ছে একমাত্র নেক কাজের চাবিকাঠি।

এ চাবি যাকেই দেয়া হবে সেই একমাত্র নেক কাজ করতে পারবে। আর যাকে তা দেয়া হবে না নেকির দরোজা তার জন্য বন্ধ থাকবে।

আমীরুল-মু'মিনীন 'উমর বিন খাত্ত্বাব(রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন: আমি কখনো দো'আ কবুল হওয়ার চিন্তা করিনা।বরং এ কথা চিন্তা করি যে,আমার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করার মানসিকতা জন্ম নেয় কি না। কারণ, যদি কোনভাবেই আমার মধ্যে দো'আর মানসিকতা জন্ম নেয় তাহলে তা কবুল হবেই ইন্শাআল্লাহ্।

বান্দাহ্'র নিয়্যাত, হিম্মত এবং তার একান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহের ভিত্তিতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাওফীক ও সাহায্য দিয়ে থাকেন। সুতরাং কোন কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ততটুকুই পাওয়া যাবে যতটুকু তার হিম্মত, অবিচলতা ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশা হবে ও তাঁর শরণাপন্ন হওয়া যাবে। আর এগুলোর মধ্যে তার যতটুকু ঘাটতি থাকবে ততটুকুই সে আল্লাহ্ তা'আলার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তো একান্ত প্রজ্ঞাময়। তাই তিনি কাউকে কোন কিছুর তাওফীক দিবেন কি দিবেন না তা তিনি খুব বুঝেশুনেই করবেন। সুতরাং কেউ তাওফীক থেকে বঞ্চিত হলে তা আল্লাহ্ তা'আলার অকৃতজ্ঞতা, তাঁর নিকট দো'আ ও তাঁর একান্ত শরণাপন্ন না হওয়ার দরুনই। আর কেউ আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ও সহযোগিতা পেয়ে থাকলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা, তাঁর নিকট দো'আ ও তাঁর একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার দরুনই।'

৫. ইস্তিগফারের মধ্যে এমন কিছু লাভ রয়েছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না:

'আল্লামাহ্ ইব্দুল-কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) সর্বদা নিজ গুনাহগুলো চোখের সামনে রাখা ও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার ফায়েদা বলতে গিয়ে বলেন: "এর ফায়েদা সমূহের একটি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কারোর কল্যাণ চান তখন তার পূর্বের নেক কাজসমূহ তাকে ভুলিয়ে দেন। তখন সে উক্ত নেক কাজসমূহের কথা কখনো ভাবে না এবং কারোর সামনে তা কখনো উল্লেখও করে না। ইতিমধ্যে যখন সে কোন গুনাহ্'র কাজ করে ফেলে তখন সে উক্ত গুনাহ্'র চিন্তায় খুব অস্থির হয়ে পড়ে। তখন উক্ত গুনাহ্'র কথাই তার সর্বদা মনে পড়ে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে তখন সে উক্ত গুনাহ্'র কথা

মনে করে অত্যন্ত মর্মব্যথা অনুভব করে। তখন তা তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত রহমতেই রূপান্তরিত হয়।

এ জন্যই জনৈক বুযুর্গ বলেছেন: বান্দাহ্ কখনো গুনাহ্ করে জান্নাতে যায়। আর কখনো সে নেক কাজ করেও জাহান্নামে যায়। শ্রোতারা বললো:তা কি করে সম্ভব? তিনি বললেন: বান্দাহ্ যখন কোন গুনাহ্ করে সে তা সর্বদা মনে করে। যখনই সে তা স্মরণ করে তখনই সে কেঁদে ফেলে, লজ্জিত হয়, তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করে, আল্লাহ্'র দিকে ধাবিত ও তাঁর সামনে নত হয় এবং সে উক্ত গুনাহ্'র কথা স্মরণ করে বেশি বেশি নেক আমল করে তখন তা তার জন্য রহমত হয়ে যায়। জান্নাতের উপযুক্ত বলে নিরূপিত হয়। ঠিক এরই বিপরীতে বান্দাহ্ যখন কোন নেক কাজ করে সে তা সর্বদা মনে করে। যখনই সে তা স্মরণ করে তখনই সে তা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখানোর জন্য হিসেব করে রাখে এবং তা স্মরণ করে মানুষের সাথে গর্বও করে। এমনকি সে এ কথা ভেবেও আশ্চর্য হয় যে, এতো নেক আমল করার পরও মানুষ কেন তাকে সম্মান করে না। কেন তাকে সর্বদা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে না। এ ব্যাপারগুলো যখন তাকে সর্বদা ঘিরে রাখে এবং তা প্রকট আকারে তার চোখের সামনে ধরা পড়ে তখন তা তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং বান্দাহ্'র সৌভাগ্যের নিদর্শন এই যে, সে তার পূর্বের নেক কাজগুলো একেবারেই ভুলে যাবে এবং সে তার পূর্বের গুনাহগুলো সর্বদা স্মরণ করবে। ঠিক এরই বিপরীতে বান্দাহ্'র দুর্ভাগ্যের নিদর্শন এই যে, সে তার পূর্বের গুনাহগুলো একেবারেই ভুলে যাবে এবং সে তার পূর্বের নেক কাজগুলো সর্বদা স্মরণ করবে।

• সর্বদা নিজ গুনাহগুলো চোখের সামনে রাখা ও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার ফায়েদাগুলোর আরেকটি এই যে, এ জাতীয় মানুষ নিজকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। এমনকি কারোর উপর তার কোন অধিকার রয়েছে এমনও মনে করবে না। কারণ, সে নিজ দোষ সমূহ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। তাই সে নিজকে এমন একজন মু'মিনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভাববে না, যে এক আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলে বিশ্বাসী। যে

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম হিসেবেই মেনে চলে। যখন কারোর মানসিকতা এমন হবে, তখন সে কারোর কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখে এমন ভাববে না। কেউ তাকে কখনো কোথাও সম্মান না করলে তাকে কোন ধরনের তিরস্কার করবে না। কারণ, সে নিজকে হীন ও নিম্ন মনে করে। তার মধ্যে কারোর কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার কোনো ধরনের উপযুক্ততা রয়েছে ,তা সে মনে করে না।সুতরাং কেউ তাকে সালাম দিলে অথবা কেউ তার সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করলে সে মনে করবে, লোকটি আমার উপর দয়া করেছে। আমি এতটুকু সম্মানের উপযুক্ত না হলেও সে আমাকে যথেষ্ট সম্মান করেছে। এ রকম জীবন কতোই না সহজ ও আরামদায়ক। কতোই না বিদ্বেষহীন ও শান্তিময়।

- সর্বদা নিজ গুনাহগুলো চোখের সামনে রাখা ও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার ফায়েদাগুলোর আরেকটি এই যে, এ জাতীয় মানুষ অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে কোন ফিকির ও বলাবলি করে না। কারণ, সে তো নিজ দোষ-ত্রুটি নিয়েই ব্যস্ত। অতএব এ জাতীয় মানুষের ভাগ্য কতোই না ভালো যার নিজের দোষ তাকে অন্যের দোষ থেকে বিরত রেখেছে। এটি সত্যিই সৌভাগ্যের একটি একান্ত নিদর্শন।

• সর্বদা নিজ গুনাহগুলো চোখের সামনে রাখা ও আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত শরণাপন্ন হওয়ার ফায়েদাগুলোর আরেকটি এই যে, এ জাতীয় মানুষ যখন কোন গুনাহ্ করে বসে, তখন সে নিজকে অন্য গুনাহগারদের মতো মনে করে। অতএব সে অন্যদের মতো নিজের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও ক্ষমার মুখাপেক্ষিতা অনুভব করে। সে অনুভব করে, অন্য গুনাহগারদের মতো সেও একজন বিপথগামী। তখন সে নিজের পাশাপাশি অন্যের জন্যেও এ বলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা চায়। সে বলে:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

যখন কোন বান্দাহ্ মনে করে, অন্যান্য গুনাহগাররাও তার মতো বিপথগামী। সে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার মুখাপেক্ষী অন্যরাও তেমনই। তখন সে অন্যান্যদের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গুনাহ্ মাফ চাইতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবে না। তেমনিভাবে

অন্যান্যরাও তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গুনাহ্ মাফ চাইতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবে না। কারণ, কাজের ধরন অনুযায়ীই তার ফলাফল। এ জন্য কোন এক বুযুর্গ বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সৃষ্টির প্রাক্কালে ফিরিস্তাগণকে তাঁদের নিম্নোক্ত কথার জন্য তিরস্কার করেছেন। তাঁরাবলেছেন:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]

"আপনি কি জমিনে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে তাতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে; অথচ আমরা আপনার প্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করাছ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।" (বাক্বারাহ্ : ৩০) I

এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা (কোন এক বর্ণনানুযায়ী) হারূত ও মারূতকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। ---তখন ফিরিস্তাগণ আদম সন্তানের জন্য দো'আ ও ইস্তিগফার করতে শুরু করলো।'

১ (মিক্বাহু দারিস্-সা'আদাহ্: ১/২৯৭-২৯৯)

কোরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ইসতেগফারের অনেক উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে ১৭টি বিশেষ উপকারিতার কথা তুলে ধরা হলো-

১. ইসতেগফার করলে মহান আল্লাহ বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

২. বেশি ইসতেগফার করলে আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তাতে বাগান ও জমিনে ভালো ফসল ফলে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নদী-নালা থাকে জীবন্ত।

৩. ইসতেগফারকারীকে আল্লাহ উত্তম সন্তান, সম্পদ ও জীবিকার দ্বারা সম্মানিত করেন।

৪. ইসতেগফারে দ্বীন পালন সহজ হয় এবং কর্মজীবন হয় সুখের।

৫. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে দূরত্ব কমে যায়, একান্ত নৈকট্য অর্জিত হয়।

৬. ইসতেগফারে দুনিয়ার প্রাধান্য কমে যায়।

৭. ইসতেগফারের বরকতে মানুষ ও জীন শয়তান থেকে মানুষ হেফাজত থাকে।

১৮. বেশি বেশি ইসতেগফারকারী দ্বীনি ও ঈমানি স্বাদ পায়।

৯. ইসতেগফারে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়।

১০. ইসতেগফারের বিচক্ষণতা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

১১. ইসতেগফারে দুঃশ্চিন্তা, পেরেশানি দূর হয়ে যায়।

১২. ইসতেগফারে অভাব ও বেকারত্ব দূর হয়ে যায়।

১৩. ইসতেগফার করলে মহান আল্লাহ আনন্দিত হন।

১৪. ইসতেগফারকারীর মৃত্যুর সময় ফেরেস্তারা তার জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসে। আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও তাদের জন্য দোয়া করেন।

১৫. ইসতেগফারকারী হাশরের ময়দানের কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।

১৬. কেয়ামতের দিন মানুষ যখন অস্থির থাকবে, ইসতেগফারকারী তখন ডানপন্থী মুত্তাকিদের দলে থাকবে।

১৭. ইসতেগফার মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, প্রতিদিন বেশি বেশি ইসতগেফার করা। দুনিয়া ও পরকালের যাবতীয় নেয়ামতে পেতে সব সময় ইসতেগফার করা। আল্লাহর একান্ত অনুগত ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী বান্দা হওয়ার জন্য বেশি বেশি ইসতেগফার করা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি ইসতেগফার করার তাওফিক দান করুন। কোরআন-সুন্নায় ঘোষিত ফজিলত ও উপকারিতা পাওয়ার তাওফিক দান করুন। ইসতেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও দুনিয়া- পরকালের সফলতা পাওয়ার তাওফিক দান • করুন। আমিন।

ইস্তিগফারের ধরনসমূহ

কুর'আন ও সহীহ হাদীস খুঁজলে দেখা যায় ইস্তিগফার দু' ধরনের:

১. ব্যাপক ইস্তিগফার। যার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা করতেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

انْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهُ لا فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَفِي رِوايَةٍ: إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

"আমরা একই বৈঠকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখ থেকে শুনতে পারতাম। তিনি বলতেন: হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবাহ্ গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ্ কবুলকারী দয়ালু। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ্ কবুলকারী ক্ষমাশীল"।' তাই একজন মোসলমানের এমন অভ্যাস হওয়া উচিত যে, সে সকাল-সন্ধ্যা একাকী-জনসম্মুখে তথা সর্বদা ইস্তিগফার করবে। কারণ ইস্তিগফার করলে অন্তর পবিত্র হয়। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে দ্রুত সম্পর্কের উন্নতি হয়। এরই মাধ্যমে একজন ইস্তিগফারকারীর অন্তরে সর্বদা নেক কাজের বিশেষ আগ্রহ জন্ম নেয়। ইস্তিগফারকারীর মুখখানা সর্বদা ভালো কথায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে সে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

২. নির্দিষ্ট সময়ের ইস্তিগফার। যা ক্ষেত্রভেদে নির্দিষ্ট শব্দ ও সংখ্যায় করতে হয়। কুর'আন ও সহীহ হাদীস খুঁজলে দেখা যায়। কিছু কিছু ইবাদত, সময় ও স্থান রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট শব্দে ইস্তিগফার করতে হয়। যা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১ (আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৬ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩৪)

ইবাদতের ক্ষেত্রে ইস্তিগফার

কুর'আন ও সহীহ হাদীসে কয়েকটি ইবাদতের ক্ষেত্রে ইস্তিগফার বর্ণিত হয়েছে যা ফিক্বহ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে নিম্নে উল্লিখিত হলো।

১. পবিত্রতার ক্ষেত্রে ইস্তিগফার:

ক. বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর ইস্তিগফার:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাথরুম থেকে বের হতেন তখন বলতেনঃ

َغُفْرَانَك

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি”।'

এ সময় ইস্তিগফার করার কারণ এই যে, একজন মানুষ যখন বাথরুম সারার পর শরীরের বাড়তি ময়লা দূর হওয়ার দরুন নিজের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বোধ করে, তখন তার উচিত নিজ গুনাহ্'র ময়লার কথা স্মরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তা থেকে মুক্তি কামনা করা।

কেউ কেউ মনে করেন, এ সময় ইস্তিগফার করার কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা যে তার জন্য খাদ্য গ্রহণ করা ও তা থেকে লাভবান হওয়া এবং শরীরে এর শক্তিটুকু ধারণ করে ময়লাটুকু বের করে দেয়া সহজ করে দিয়েছেন এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ কৃতজ্ঞতা করতে যে সে অক্ষম সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা।

খ. ওযুর পর ইস্তিগফার:

আবু সা'ঈদ খুদরী(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِطَابَعٍ ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَمْ تُكْسَرْ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি ওযু শেষ করে বললো: ... سُبْحَانَكَ যার অর্থ: হে আল্লাহ্ আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা বিশেষ মোহর মেরে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে ঠিক একেবারে আরশের নিচে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত আর খোলা বা ভাঙ্গা হয় না”।'

২. নামাযের ক্ষেত্রে ইস্তিগফার:নামাযের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি জায়গায় ইস্তিগফার বর্ণিত হয়েছে, যা

নিম্নরূপ:

ক. মসজিদে ঢুকা ও তা থেকে বের হওয়ার সময় ইস্তিগফার:

ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন: بسم الله যার অর্থ: আমি আল্লাহ্ তা'আলার নামে মসজিদে প্রবেশ করছি। সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাগুলো ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরোজাগুলো খুলে দিন।

আর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেন: ... بسم اللهযার অর্থ: আমি আল্লাহ্ তা'আলার নামে মসজিদ থেকে বের হচ্ছি। সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের

উপর। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাগুলো ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের (রিযিকের) দরোজাগুলো খুলে দিন"।

খ. নামাযের শুরু, মাঝ ও শেষের ইস্তিগফার:

একজন মুসল্লীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, সে নামাযের শুরু, মাঝ ও শেষের দিকে ইস্তিগফার করবে। নিম্নে ইস্তিগফারের ধরনগুলো বর্ণনা করা হলো:

১ (নাসায়ী/আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, হাদীস ৯৮৩১)

২ (আহমাদ, হাদীস ২৬৪৫৯, ২৬৪৬০, ২৬৪৬২ তিরমিযী, হাদীস ৩১৫ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৭৭১)

নামাযের শুরুর ইস্তিগফার:

আবু হুরাইরাহ্ ((রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকবীর ও ক্বিরাতের মাঝখানে একটু থামতেন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি তাকবীর ও ক্বিরাতের মাঝখানে একটুখানি চুপ থাকেন। তখন আপনি কি বলেন? তিনি বলেন:

اقُوْلُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ

خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"আমি তখন বলি: ...اللَّهُمَّ بَاعِدْ যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমি ও আমার গুনাহ্'র মাঝে এতটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করুন, যতটুকু দূরত্ব বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে গুনাহ্ থেকে এমনভাবে
পরিষ্কার করুন, যেমনিভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহগুলোকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে একেবারেই ধুয়ে ফেলুন"।'

উক্ত দো'আতে ইস্তিগফার শব্দ না থাকলেও তা মূলতঃ ইস্তিগফারের মর্মবাণীটুকু ধারণ করে আছে।

'আলী(রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের শুরুতে বলতেন :

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَاتِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ

(বুখারী, হাদীস ৬৩০৭ মুসলিম,হাদীস ২৭০২)

الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"আমার চেহারা সেই সত্তার দিকে ফিরিয়েছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি চেহারা ফিরাচ্ছি একজন খাঁটি ঈমানদার হিসেবে। আমি কোনভাবেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামায, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু সবই সর্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার

জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। এ তাওহীদের আদেশই আমাকে করা হয়েছে। আর আমি একজন মোসলমান। হে আল্লাহ্! আপনি সকল কিছুর মালিক। আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। আপনি আমার প্রভু। আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের উপর প্রচুর যুলুম করেছি। আমি নিজের পাপগুলো স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া ক্ষমা করার তো আর কেউ নেই। আপনি আমাকে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার তাওফীক দিন। আপনি ছাড়া আর কেউই তো আমাকে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার তাওফীক দিতে পারে না। খারাপ চরিত্রগুলো আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন। আপনি ছাড়া আর কেউই তো আমার খারাপ চরিত্রগুলো দূর করতে পারে না। আপনার ডাকে সর্বদা আমি উপস্থিত এবং তা করতে পেরে আমি নিজকে ধন্য মনে করি। সকল কল্যাণ আপনার হাতে। কোন অকল্যাণের দায়ভার আপনার উপর নেই। আমি আপনার দয়ায় টিকে আছি। আপনার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। আপনি বরকতময় সুমহান। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি ও তাওবা করছি”।'

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন রাত্রের নামায শুরু করতেন, তখন দশবার "আল্লাহু আকবার", দশবার "সুবহানাল্লাহ্”, দশবার "আলহামদুলিল্লাহ্”, দশবার “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” ও দশবার "আস্তাগফিরুল্লাহ্” বলতেন। এরপর বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي، أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হিদায়েত দিন। রিযিক দিন

(মুসলিম,হাদীস ১৮৪৮)

এবং সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। আমি কিয়ামতের দিনের সঙ্কটময় অবস্থা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় কামনা করছি”।'

নামাযের মাঝে ইস্তিগফার:

রুকু'-সিজদাহ্'র ইস্তিগফার:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকু' ও সিজদায় নিম্নোক্ত দো'আটি বেশি বেশি পড়তেন:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রভু! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনাকরছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূলতঃ উক্ত ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশই বাস্তবায়ন করছিলেন। যা তাঁকে নিম্নোক্ত আয়াতে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر[٣ :

"অতএব, তুমি নিজ প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা ও ইস্তিগফার করো। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী"।'

আবু হুরাইরাহ্(রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকু' ও সিজদায় বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। ছোট-বড়,আগের-পরের ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য"।"

দু' সিজদাহ্'র মধ্যকার ইস্তিগফার:

মূলতঃ এ জায়গার ইস্তিগফার ওয়াজিব।

'হুযাইফাহ্ বিন্ ইয়ামান(রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

১ (নাসায়ী, হাদীস ১৫৯৯ আবু দাউদ, হাদীস ৭৬৬ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ১৩৫৬ ইবনু আবী শাইবাহ্, হাদীস ২৯৯৪৮)

২ (বুখারী, হাদীস ৮১৭ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪)

৩ (মুসলিম, হাদীস ৪৮৩)

এর সাথে নামায পড়ার সময় তাঁকে দু' সিজদাহ্'র মাঝখানে নিম্নোক্ত দো'আ বলতে শুনেছেন:

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْنِي

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু' সিজদাহ্'র মাঝখানে বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

“হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন। দয়া করুন। আমার ঘাটতিগুলোকে পূর্ণ করে দিন। আমাকে হিদায়েত দিন ও আমাকে রিযিক দিন"।

নামাযের সালামের আগে ইস্তিগফার:

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)সালামের আগে বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমার পূর্বাপর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ ক্ষমা করুন। আপনিই তো আমার একান্ত মা'বুদ। আপনি ছাড়া আমার আর সত্য কোন মাবুদ নেই"।

আলী বিন্ আবু তালিব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দো'আটি সর্বশেষ তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝখানে পড়তেন, তা হলো:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا
أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“হে আল্লাহ্! আপনি আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ ও হঠকারিতা এবং যা আপনিই আমার চাইতে ভালো জানেন সবই ক্ষমা

১ (আবু দাউদ, হাদীস ৮৭৪ নাসায়ী, হাদীস ১০৬৯, ১১৪৫, ১৬৬৫ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৮৯৭)

২ (তিরমিযী, হাদীস ২৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ৮৫০ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৪৫)

৩ (মুসলিম, হাদীস ১৮৪৮ তিরমিযী, হাদীস ৩৪২২)

করুন। আপনিই অগ্রসরকারী এবং আপনিই পশ্চাৎপদক। আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই"।'

আবু বকর(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে একদা বলেন: হে রাসূল! আপনি আমাকে এমন দো'আ শিক্ষা দিন যা আমি আমার নামাযে পড়তে পারি। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:তুমি বলো:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করে ফেলেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহ্ মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব আপনি নিজ দয়ায় আমাকে ক্ষমা ও মেহেরবানি করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

নামাযের পরের ইস্তিগফার:

সাউবান((রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায থেকে সালাম ফিরাতেন, তখন সর্বপ্রথম তিনবার "আস্তাগফিরুল্লাহ্" বলতেন তথা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইতেন। এরপর বলতেন:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"হে আল্লাহ্! আপনিই তো একমাত্র শান্তিদাতা এবং সকল প্রকার শান্তি তো আপনার পক্ষ থেকেই আসে। আপনিই তো এক বরকতময় সত্তা। হে মহীয়ান! হে গরীয়ান"!"

হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী, ওলীদ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: 'আল্লামাহ্ আওযা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) কে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো: নামাযের শেষে ইস্তিগফার কিভাবে করবে? তিনি বললেন: বলবে: "আস্তাগফিরুল্লাহ্" "আস্তাগফিরুল্লাহ্"।

১ (বুখারী, হাদীস ৬৩১৭ মুসলিম, হাদীস ৭৬৯)

২ (বুখারী, হাদীস ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৭, ৭৩৮৮ মুসলিম, হাদীস ৭০৪৪ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৩১ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৩৫)

৩ (আহমাদ, হাদীস ২২৪৬১ মুসলিম, হাদীস ১৩৬২ তিরমিযী, হাদীস ৩০০)

ইস্তিস্কার নামাযে ইস্তিগফার:

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا(

"নূহ্ (আলাইহিসসালাম) বললেন: আমি একদা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছি: তোমরা নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল। তা হলে তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন"। (নূহ: ১০-১১)

উক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, ইস্তিগফার বৃষ্টি পাওয়ার জন্য একটি বিশেষ মাধ্যম। এ জন্যই আয়াতটিতে বৃষ্টির জন্য ইস্তিগফারের বেশি আর কিছুই করতে বলা হয়নি। সাহাবায়ে কিরামও আয়াতটি থেকে তাই বুঝেছেন।

'উমর(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি একদা ইস্তিস্কার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে মিম্বারে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজেদের গুনাহ্'র জন্য 'ক্ষমা চাইলেন। এর বেশি তিনি আর কিছুই করলেননা। তখন অন্যরা বললেন: হে আমীরুল-মু'মিনীন! আপনি তো ইস্তিস্কা করেননি তথা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বৃষ্টি কামনা করেননি। উত্তরে তিনি বললেন: আমি আমার প্রভুর নিকট এমন মাধ্যম ধরে বৃষ্টি কামনা করেছি যে মাধ্যম ধরলে বৃষ্টি নিশ্চিত অবতীর্ণ হয়।'

ঘ. জানাযার নামাযে ইস্তিগফার:

আব্দুর রহমান বিন্ 'আউফ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক সাহাবীর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। তখন আমি তাঁর থেকে নিম্নোক্ত দো'আটি মুখস্থ করেছি:
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ

الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّار

(ফাতহুল বারী:১১/৯৮)

“হে আল্লাহ্! আপনি তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) ক্ষমা করুন। দয়া করুন। আশঙ্কামুক্ত রাখুন। তার গুনাহগুলো মাফ করে দিন। সম্মানজনক আপ্যায়ন করুন। জায়গাটুকু প্রশস্ত করে দিন। তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তাকে পাপ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমনিভাবে পরিষ্কার করেন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। তাকে এমন বাসস্থান দিন যা পূর্বের বাসস্থানের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন পরিবার দিন যা পূর্বের

পরিবার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন স্ত্রী দিন যে পূর্বের স্ত্রীর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। তাকে' জান্নাত দিন এবং কবর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"।'

ঙ. ধর্মীয় যে কোন বক্তব্যের শুরুতে ইস্তিগফার:

উক্ত ইস্তিগফার সংবলিত খুতবার নাম খুতবাতুল-'হাজাহ্। একজন মোসলমানের উচিত এ খুতবার মাধ্যমে তার যে কোন বক্তব্য বা আলোচনা শুরু করা। যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন এবং তাঁর নিকট নিজ গুনাহ্'র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ও হিদায়াত কামনা। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তাওহীদ ও তদীয় রাসূল (স) এর জন্য রিসালাতের সাক্ষ্য। খুৎবাটি নিম্নরূপ:

انَّ الْحَمْدَ اللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য কামনা ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা তাঁর নিকট নিজ আত্মার অনিষ্ট এবং নিজ কর্মের কুফল থেকে আশ্রয় কামনা করছি। যাকে তিনি হিদায়াত দিয়ে থাকেন, তাকে আর কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে আর কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া আমাদের সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য

১ (মুসলিম, হাদীস ২২৭৬, ২২৭৮ নাসায়ী, হাদীস ১৯৮৩, ১৯৮৪)

দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দাহ্ ও একান্ত রাসূল"।'

৩. হজ্জের ক্ষেত্রে ইস্তিগফার:

একজন হাজীর জন্য হজ্জরত অবস্থায় সর্বদা ও সর্ব জায়গায় বিশেষ করে মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় ইস্তিগফার করা সুন্নাত। তবে হজ্জের শেষাংশে তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم(ٌ

"যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরবে তখন মাশ্ আরুল-'হারামের নিকট আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করবে। তোমরা তাঁকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেভাবে স্মরণ করতে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। মূলতঃ তোমরা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতঃপর তোমরা সে দিক দিয়ে ফিরবে যে দিক দিয়ে অন্যান্যরা ফিরে আসে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু"। (বাক্বারাহ্: ১৯৮-১৯৯)

আমরা দেখতে পাচ্ছি, শরীয়তে অধিকাংশ ইবাদাতের শুরু ও শেষে ইস্তিগফারের বিধান রাখা হয়েছে। যার নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণ হতে পারে:

ক. একজন মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন তার ইবাদাতে কিছু না কিছু ঘাটতি থেকেই যায়। পরিপূর্ণরূপে ইবাদাত করা তার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। আর উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্যই ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

* একজন মানুষ যখন ইবাদাতের শুরু ও শেমে ইস্তিগফার করে তখন কিছু ঘাটতি থেকেই যায়। পরিপূর্ণরূপে ইবাদাত করা তার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব। আর উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্যই ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

খ. একজন মানুষ যখন ইবাদাতের শুরু ও শেষে ইস্তিগফার করে তখন তার মধ্যে এ অনুভূতি সর্বদা জাগ্রত থাকে যে, বান্দা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত যেমনিভাবে করা উচিত ছিল, তা সঠিকভাবে আদায় করা হচ্ছে না। আর এ বিশেষ অনুভূতিটুকু বান্দাকে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। যা তার জন্য সর্বদা একমাত্র

১ (মুসলিম, হাদীস ২০৪৫ তিরমিযী, হাদীস ১১০৫ নাসায়ী, হাদীস ৩২২৬ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ১৮৯২)

কল্যাণই বয়ে আনে। আর এরই মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। এ জাতীয় মানুষ সুন্নাত, মুস্তাহাব, ফযীলতপূর্ণ ও কল্যাণের কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। তাদেরকে দেখা যাবে ফরয নামাযের পর সুন্নাত নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, নির্ধারিত যাকাত আদায়ের পর নফল সাদাকা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, মাতা-পিতার প্রয়োজনীয় সেবার পর সর্বদা তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যস্ত থাকতে। এভাবেই যখন সে ওয়াজিব ও ফরয আদায়ের পর ইস্তিগফার করবে, তখন তার এ নিষ্কলুষ ইস্তিগফার তাকে নেক ও কল্যাণের কাজের দিকে ধাবিত করবে। ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি ইস্তিগফার করবে 'না অথবা করলেও তা নিষ্ঠার সাথে ও এর নিগূঢ় মর্ম বুঝে করবে না, তার অন্যান্য নেক কাজে অক্ষমতা ও ফরয-ওয়াজিব আদায়ে অলসতা আশ্চর্যজনক কিছুই নয়। বরং এ জাতীয় মানুষ কখনো নফল এবং সুন্নাত আদায়ের ফিকিরই করে না।

গ. বিশেষভাবে একজন বান্দাকে যে ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে তা হচ্ছে, শয়তান যেন কোনভাবেই তাকে ঘায়েল করতে না পারে। কারণ, একজন বান্দা যখন কোন নেক

আমল করে, তখন শয়তান তার ভেতর অহঙ্কার ও আমিত্ববোধ জন্ম দিয়ে তার আমলটুকু ধ্বংস করে দিতে চায়। আর নেক আমলের পর ইস্তিগফার তার মধ্যে এ জাতীয় মনোভাব কখনো স্থির হতে দেয় না। বরং সে নিজকে ছোট মনে করে এবং তার আমলকে অতি সামান্যই মনে করে। কারণ, সে আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন মহত্ত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করে, সে যে তদনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কিছুই করতে পারেনি তা মনেপ্রাণে অনুভব করবে। তখন সে আমল নিয়ে গর্ব না করে বরং তাতে সংঘটিত ত্রুটির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা কামনা করবে। সে নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট লাঞ্ছিত মনে করে সজল নয়নে তাঁর নিকট ক্ষমা ও দয়া কামনা করবে। তাই এ জাতীয় মানুষ অন্যদের সামনেও বিনম্র হবে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি সহজেই ক্ষমা করবে। যেন আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দেয়।

অন্যের জন্য ইস্তিগফার

ইস্তিগফার যখন ইবাদত তখন তা যে কারোর জন্যই হতে পারে। বড়- ছোট, জীবিত-মৃত, ধনী-গরিব সবার জন্যই। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩]

“তুমি নিজ ভুলত্রুটির জন্য এমনকি দুনিয়ার সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য সর্বদা ইস্তিগফার করো”। (মুহাম্মাদ: ১৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে আদেশ করলে তাঁর উম্মতের জন্য ইস্তিগফার করতে।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء[٦٤ :

"আর যদি তারা নিজেদের উপর যুলুম তথা গুনাহ্ করার পরপরই তোমার নিকট এসে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো, তাহলে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অতিশয় তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেতো"। (নিসা': ৬৪)

এভাবে ইস্তিগফার জীবিত-মৃত উভয়ের জন্যই হতে পারে।

জীবিতের জন্য ইস্তিগফার:

একজন মোসলমানের উচিত, যে কোন কারণে-অকারণে অন্য মোসলমান ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران [١٥٩ :

"তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। এমনকি যে কোন ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করো"। (আলি-'ইমরান: ১৫৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾ [الفتح[١١ :

"ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে অতএব আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। (ফাৎহ: ১১)

তিনি আরো বলেন:

فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم(ٌ

"তুমি তাদের যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দিবে। আর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। (নূর: ৬২)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ هُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٢] "অতএব তুমি তাদের বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। (মুম্তা'হিনাহ্ঃ১২)

তিনি আরো বলেন:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَقَوْا رُهُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم

مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون[٥ :

“যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো, তোমাদের জন্য আল্লাহ্'র রাসূল তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা মুড়িয়ে নেয়। আর তুমি তখন তাদেরকে দেখবে সদম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিতে"। (মুনাফিকুন: ৫)
আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الشورى٥ :

“আর ফিরিস্তাগণ তাঁদের প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। (শূরা: ৫)

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'উমর(রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কে ইয়েমেনের অধিবাসী উওয়াইস ক্বারনীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তার নিকট নিজের জন্য ইস্তিগফার কামনা করতে আদেশ করেন। তিনি বলেন:

...لَهُ وَالِدَةٌ بِهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ

فَافْعَلْ...

“সে তার মায়ের বিশেষ সেবাকারী। সে যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি, কোন ব্যাপারে কসম খায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার কসমকে সত্যিই বাস্তবায়িত করেন। তোমার পক্ষে তার ইস্তিগফার পাওয়া সম্ভব হলে তা করিয়ে নিও। ... অতঃপর একদা 'উমর((রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)উওয়াইস ক্বারনীকে পেয়ে গেলে তার কাছে নিজের জন্য ইস্তিগফার কামনা করলে সে তাঁর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করে"।'

তেমনিভাবে একজন মোসলমান যখন অন্য কোন মোসলমান ভাইয়ের নিকট খানা খায়, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মেজবানের জন্য দো'আ ও ইস্তিগফার করতে আদেশ করেন।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ বুসর((রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আমাদের মেহমান হলে আমরা তাঁর নিকট কিছু খানা ও ওয়াত্ববাহ্ বা 'হাইস্ নামক একটি বিশেষ খাদ্য (যা খেজুর, 'ঘি ও পনির দিয়ে তৈরি) পেশ করলে তিনি তা থেকে কিছু খেলেন।... অতঃপর আমার পিতা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন: আমাদের জন্য একটু দো'আ করুন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

اللَّهُمَّ بَارِكْ هُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ

“হে আল্লাহ্! তাদের রিযিকে বরকত দিন এবং তাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন"।২

মুহাম্মাদ বিন্ সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা রাত্রি বেলায় কিছুক্ষণের জন্য বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরাহ্((রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি বললেন: “হে আল্লাহ্! আপনি

১ (মুসলিম, হাদীস ৬৬৫৬)

২ (মুসলিম, হাদীস ৩৮০৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৩১ তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৬)

আমাকে, আমার মাকে এবং যারা আমাদের উভয়ের জন্য আপনার নিকট ইস্তিগফার করবে তাদেরকেও ক্ষমা করুন। মুহাম্মাদ বিন্ সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: আমরা আবু হুরাইরাহ্

ও তাঁর মায়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করবো, তাহলে আমরাও সাহাবী আবু হুরাইরাহ্ দো'আর অংশীদার হতে পারবো।' এর

বকর বিন্ আব্দুল্লাহ্ আল-মুযানী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যদি কোন ব্যক্তি মিস্কীনের মতো মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে এ কথা বলে যে, তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করো, তাহলে সে সত্যিই উচিত কাজটিই করে। আর যে ব্যক্তির গুনাহ্ এতো বেশি যে, সে তা কখনো গণনা করেও শেষ করতে পারবে না, তাহলে সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞানানুযায়ী তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাতো সবই জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦]

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন (কিয়ামতের দিন) সবাইকে উত্থিত করবেন তখন তিনি সবাইকে তাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত করবেন। তিনি তো সব হিসাব করেই রেখেছেন; অথচ তারা ভুলে গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী"। (মুজাদালাহ্ঃ ৬)

মৃতের জন্য ইস্তিগফার:

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে কয়েকটি জায়গায় মৃত ব্যক্তির জন্য ইস্তিগফার করার বিধান রাখা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার জন্য ইস্তিগফার:

উম্মু সালামাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ... যখন আবু সালামাহ্((রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যু বরণ করলেন, তখন আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁকে জানালাম: আবু সালামাহ্ তো মৃত্যু বরণ করেছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)আমাকে বললেন

قُوْلِي : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ

"তুমি বলো: হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ও তাকে ক্ষমা করুন"।'

মৃতের জন্য জানাযার নামাযে ইস্তিগফার:

মৃতের জন্য জানাযার নামাযে ইস্তিগফারের ব্যাপারটি কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যার দু' তিনটি নিম্নরূপ:

'আব্দুর রহমান বিন্ 'আউফ বিন্ মালিক((রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক সাহাবীর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। তখন আমি তাঁর থেকে নিম্নোক্ত দো'আটি মুখস্থ করেছি:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْ

الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

“হে আল্লাহ্! আপনি তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) ক্ষমা করুন। দয়া করুন। আশঙ্কামুক্ত রাখুন। তার গুনাহগুলো মাফ করে দিন। সম্মানজনক আপ্যায়ন করুন। জায়গাটুকু প্রশস্ত করে দিন। তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পাপ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমনিভাবে পরিষ্কার

ধুয়ে ফেলুন। পাপ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমনিভাবে পরিষ্কার করেন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। এমন বাসস্থান দিন যা পূর্বের বাসস্থানের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন পরিবার দিন যা পূর্বের পরিবার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। এমন স্ত্রী দিন যে পূর্বের স্ত্রীর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। তাকে জান্নাত দিন এবং কবর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"।

আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী (জনৈক সাহাবীর জানাযার নামায পড়াতে গিয়ে নিম্নোক্ত দো'আটি পড়েছেন: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا،

১ (মুসলিম, হাদীস ২১৬৮ আহমাদ, হাদীস ২৬৫৪০ তিরমিযী, হাদীস ৯৭৭ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ১৪৪৭)

২ (মুসলিম, হাদীস ২২৭৬, ২২৭৮ নাসায়ী, হাদীস ১৯৮৩, ১৯৮৪)

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

“হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যকার জীবিত-মৃত, উপস্থিত- অনুপস্থিত, ছোট-বড়ো, পুরুষ-মহিলা সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যকার জীবিতদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের মধ্যকার মৃতদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যু

দিন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে তার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্টও করবেন না"।'

ওয়াসিলা বিন্ আসক্বা ((রাযিয়াল্লাহু আনহু)
থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)একদা আমাদেরকে সাথে নিয়ে জনৈক মোসলমানের জানাযার নামায পড়াতে গেলে আমি তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুনতে পাই:

اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"অতএব হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা ও দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু"।২

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর ইস্তিগফার:

কোন মোসলমানকে দাফন করার পর তার জন্য সকলে ইস্তিগফার করা মুস্তাহাব।

'উসস্মান বিন্ 'আফফান((রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে শেষ করতেন, তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন:

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

"তোমরা নিজ মোসলমান ভাইয়ের জন্য ইস্তিগফার করো এবং তার

১ (আহমাদ, হাদীস ৮৭৯৫, ২২৬০৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩২০১ তিরমিযী, হাদীস ৩২০৩ ইব্ন মাজাহ্, হাদীস ১৪৯৮)
২ (ত্বাবারানী, হাদীস ১৭৬৭৫ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৭)

জন্য স্থিরতা কামনা করো। কারণ, এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে"।'

মৃত মাতা-পিতার জন্য ইস্তিগফার:

আবু হুরাইরাহ্((রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সম্মান বাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন সে বলবে: হে আমার প্রভু! কেন আমার সম্মান বেড়ে গেলো? তখন তাকে এ বলে উত্তর দেয়া হবে:

َوَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَك

"তোমার সন্তান তোমার জন্য ইস্তিগফার করেছে তাই"।২
১ (আবু দাউদ, হাদীস ৩২২৩ বায্যার, হাদীস ৪৪৫)

২ (বুখারী/আদাবুল-মুফ্রাদ, হাদীস ৩৬)

কিছু বিশেষ সময় ও জায়গায় ইস্তিগফার

১. বিজয়ের সময় ইস্তিগফার

১. বিজয়ের সময় ইস্তিগফার:

মোসলমানরা যখন কোন নতুন এলাকা স্বাধীন করে অথবা নিজেদের হৃত ভূমি পুনরোদ্ধার করে কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিজেদের শত্রুর উপর বিজয় দান করেন তখন তাদের উচিত হবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বেশি বেশি ইস্তিগফার ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا(

"যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় নেমে আসবে এবং মানুষদেরকে দেখবে দলে দলে আল্লাহ্'র দীনে প্রবেশ করতে, তখন তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা ও ইস্তিগফার করো। নিশ্চয়ই তিনি সত্যিই তাওবা কবলকারী"। (নাসর: ১-৩)

২. দিনের শুরু ও শেষে ইস্তিগফার:

একজন মোসলমানের উচিত দিনের শুরু ও শেষ বেলায়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করা। শাদ্দাদ বিন্ আউস্((রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
ইরশাদ করেন:

سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، مَنْ قَالَ مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

“সায়্যিদুল ইস্তিগফার হচ্ছে, বান্দাহ্ এভাবে বলবে যে, اللَّهُمَّ أَنْتَ

...رَبِّ যার অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দাহ্। আমি আপনাকে দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার সাধ্যমত রক্ষা করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার দেয়া নিয়ামতের স্বীকৃতি ও অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই। কোন ব্যক্তি যদি ইয়াক্বীন তথা, কঠিন বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দো'আটি দিনের বেলায় পড়েই সে সন্ধ্যার আগে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জান্নাতী। তেমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি ইয়াক্বীন তথা কঠিন বিশ্বাস নিয়ে উক্ত দো'আটি রাতের বেলায় পড়েই সে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সেও জান্নাতী”।'

ঘুমের সময়কার ইস্তিগফার:

একজন মোসলমানের উচিত প্রতি দিন রাত্রি বেলায় শোয়ার সময় নিজ স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করা। কারণ, (আল্লাহ্ তা'আলা না করুক) যদি এ ঘুমেই তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তার শেষ আমলটুকু ইস্তিগফার হিসেবেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উঠে যাবে। আবু হুরাইরাহ্((রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّيَّ بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

যখন তোমাদের কেউ শুতে যাবে, তখন সে যেন বিস্মিল্লাহ্ বলে তার নিম্নবসনের ভেতরের ভাগ দিয়ে তার বিছানাটুকু ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না, সে বিছানা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার বিছানায় কি বা কারা অবস্থান করেছে। আর শোয়ার সময় সে যেন ডান কাত হয়ে শোয় এবং

১ (বুখারী, হাদীস ৬৩০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭২ তিরমিযী, হাদীস ৩৩৯৩ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৭২)

বলে: ... **سُبْحَانَكَ اللَّهُم** যার অর্থ: হে আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নামেই আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং আপনার নামেই তা উঠাবো। আপনি যদি আমার রূহকে আটকে রাখেন তথা আমি মৃত্যু বরণ করি, তাহলে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আর আপনি যদি আমার রূহকে ফেরৎ দিয়ে দেন, তাহলে আপনি উহাকে হিফাজত করুন যেমনিভাবে আপনি হিফাজত করে থাকেন আপনার নেক বান্দাহদেরকে"।'

রাত্রের শেষ সময়কার ইস্তিগফার:

একজন মোসলমানের উচিত, প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করা। কারণ, সে সময়টুকু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুনাজাতের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ সময়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুত্তাকি বান্দাদের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران : ١٧ :

"যারা শেষ রাতে ইস্তিগফারকারী। (আলি 'ইমরান : ১৭)

তিনি আরো বলেন:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون(َ

"তারা রাতে কম ঘুমায় এবং শেষ রাতে ইস্তিগফার করে"।

(যারিয়াত: ১৭-১৮)

জনৈক ব্যাখ্যাকারী বলেন: তাঁরা ইতিপূর্বে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামায পড়েছেন। যখন শেষ রাত হয়েছে, তখন তাদেরকে ইস্তিগফারের আদেশ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ঘুম থেকে উঠে বলতেন: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ُأَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْد

১ (মুসলিম, হাদীস ৭০৬৭)

أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ ! لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"

হে আল্লাহ্ আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি আকাশ, পৃথিবী ও তাতে যা রয়েছে সব কিছুর জন্যই আলো স্বরূপ। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি আকাশ, পৃথিবী ও তাতে যা রয়েছে সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি সত্য।

আপনার ওয়াদা সত্য। আপনার কথা সত্য। আপনার সাক্ষাৎ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নামও সত্য। কিয়ামত সত্য। নবীগণ সত্য। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য। হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই মোসলমান হয়েছি। আপনার উপর ভরসা করেছি। আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার দিকেই ফিরে এসেছি। আপনার জন্য দ্বন্দ্ব করছি এবং আপনার কাছেই বিচারের জন্য ধরনা দিয়েছি। সুতরাং আপনি আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন।

আপনিই অগ্রসরকারী এবং আপনিই পশ্চাৎকারী। আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই"।'

'উবাদাহ্ বিন্ স্বামিত্((রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ

১ (বুখারী, হাদীস ৪৯৬৭ মুসলিম, হাদীস ৪৮৪)

وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ

“যে ব্যক্তি রাত্রি বেলায় ঘুম থেকে জেগে বললো: যার অর্থ: আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। এমনকি তিনি সব কিছুই করতে সক্ষম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। খারাপ কাজ থেকে বাঁচার ক্ষমতা ও নেক কাজের তাওফীক্ব একমাত্র তিনিই দিয়ে থাকেন। অতঃপর সে বললো: হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন অথবা যে কোন দো'আ করলো, তাহলে

আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবুল করবেন। আর যদি সে ওযু করে নামায পড়ে, তাহলে তার নামাযও কবুল করা হবে"।'

আবু হুরাইরাহ্((রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي

فَأَغْفِرَ لَهُ

“আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে এসে বলতে থাকেনঃ তোমরা কে আছো আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। তোমরা কে আছো আমার কাছে কিছু চাবে, আমি তাকে তা দান করবো। তোমরা কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো”। ২

১ (বুখারী, হাদীস ১১৫৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৬২ তিরমিযী, হাদীস ৩৪১৪ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৩৮৭৮)
২ (বুখারী, হাদীস ১১৪৫ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮ আবু দাউদ, হাদীস ১৩১৫ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৯৮ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ১৩৬৬ মালিক, হাদীস ৩০)

৩. যে কোন মজলিসের শেষে ইস্তিগফার:

শরীয়তে যে কোন মজলিসের শেষেও ইস্তিগফারের বিধান রাখা হয়েছে। তাহলে উক্ত মজলিসে সংঘটিত যে কোন গুনাহ্ বা অপরাধের জন্য তা কাফ্ফারাহ্ হয়ে যাবে।

আবু হুরাইরাহ্ ((রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ إِلَّا

غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

"কেউ কোন মজলিসে বসে অযথা বেশি কথা বলে ফেললে যদি সে উক্ত মজলিস থেকে দাঁড়ানোর পূর্বে বলে ... **سُبْحَانَكَ** : যার অর্থ: হে আল্লাহ্!' আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর সত্য কোন মা'বুদ নেই। উপরন্তু আমি আপনার

১ (ইবনু কাসীর/তাফসীর ১/৩৫৩)

নিকট একান্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করছি। তা হলে উক্ত মজলিসে তার পক্ষ থেকে অযথা যা কিছু হয়েছে, তা তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে"।'

৪. শেষ বয়সে ইস্তিগফার:

বার্ধক্য বয়সে একজন মোসলমানের অবশ্যই বেশি বেশি ইস্তিগফার করা উচিত। কারণ, বয়োবৃদ্ধির দরুন একজন মোসলমান যখন এ কথা মনে করে যে, আর বেশি দিন বাঁচবো না, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতের জন্য তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বিদায় নিতে হবে যে, সে গুনাহ্ থেকে একেবারেই মুক্ত, আর সে কোন দোষ করছে না এবং গুনাহ্'র বোঝা আর সে বাড়াচ্ছে না। অধিক নেকি সঞ্চয়কারী। তার ঘাড়ে কারোর প্রতি কোন ধরনের যুলুমের বোঝা নেই। কারণ, এ কথা সবার জানা আছে যে, মানুষ বলতে সে মূর্খ,

পাপী ও যালিম। সুতরাং এমতাবস্থায় তাকে অবশ্যই বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে হবে সেই সত্তার নিকট যিনি মানুষের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করেন ও দোষগুলো লুকিয়ে রাখেন।

তওবা

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি রাত্রিকালে পাপে লিপ্ত হয় তার পাপ ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ পাক হস্ত প্রসারিত করে তাকে সমস্ত দিন ডাকতে থাকেন। আর দিবাভাগে যে ব্যক্তি পাপ করে তাকে সারারাত ধরে ডাকতে থাকেন। এভাবে মাগরিব থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ্র ডাক অব্যাহত থাকে।" (আল হাদীস)(তওবা কেনো করবো -কিভাবে করবো-মুহাম্মদ আব্দুর রহমান খন্দকার) ☝ ☝

তওবার পরিচয়

আলেমগণ বলেন, সকল প্রকার পাপ, অপরাধ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব তথা অবশ্য করণীয়।

তাওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ ফিরে আসা।

পরিভাষায় তাওবা হল : যে সকল কথা ও কাজ মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা থেকে ফিরে এসে ঐ সকল কথা ও কাজে লেগে যাওয়া, যা দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় ও তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকা যায়।

এক কথায় পাপ-কর্ম থেকে ফিরে এসে সৎকাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

পাপ বা অপরাধ দু ধরনের হয়ে থাকে:

এক. যে সকল পাপ শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক বা অধিকার সম্পর্কিত। যেমন শিরক করা, নামাজ আদায় না করা, মদ্যপান করা, সুদের লেনদেন করা ইত্যাদি। দুই. যে সকল পাপ বা অপরাধ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত। যে পাপ করলে কোন না কোন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, জুলুম-অত্যাচার, চুরি-ডাকাতি, ঘুষ খাওয়া, অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সাথে তিনটি শর্তের উপস্থিত জরুরী।

শর্ত তিনটি হল :

(১) পাপ কাজটি পরিহার করা।

(২) কৃত পাপটিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আন-রিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

(৩) ভবিষ্যতে আর এ পাপ করব না বলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় প্রকার পাপ থেকে তাওবা করার শর্ত হল মোট চারটি:

(১) পাপ কাজটি পরিহার করা।

(২) কৃত পাপটিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আন-রিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

(৩) ভবিষ্যতে আর এ পাপ করব না বলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

(৪) পাপের কারণে যে মানুষটির অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে বা যে লোকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার পাওনা পরিশোধ করা বা যথাযথ ক্ষতিপুরণ দিয়ে তার সাথে মিটমাট করে নেয়া অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে দাবী ছাড়িয়ে নেয়া।

মানষের কর্তব্য হল সে সকল পকার পাপ থেকে তাওবা করবে যা সে করেছে। যদি সে এক ধরনের পাপ থেকে তাওবা করে, অন্য ধরনের পাপ থেকে তাওবা না করে তাহলেও সে পাপটি থেকে তাওবা হয়ে যাবে। তবে অন্যান্য পাপ থেকে তওবা তার দায়িত্বে থেকে যাবে। একটি বা দুটো পাপ থেকে তাওবা করলে সকল পাপ থেকে তাওবা বলে গণ্য হয় না। যেমন এক ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, ব্যভিচার করে, মদ্যপান করে। সে যদি মিথ্যা কথা ও ব্যভিচার থেকে যথাযথভাবে তাওবা করে তাহলে এ দুটো পাপ থেকে তাওবা হয়ে যাবে ঠিকই। কিন্তু

মদ্যপানের পাপ থেকে তাওবা হবে না। এর জন্য আলাদা তাওবা করতে হবে। আর যদি তাওবার শর্তাবলী পালন করে সকল পাপ থেকে এক সাথে তাওবা করে তাহলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

তওবা করে আবার পাপে লিপ্ত হয়ে পড়লে আবারও তাওবা করতে হবে। তওবা রক্ষা করা যায় না বা বারবার তওবা ভেঙ্গে যায় এ অজুহাতে তওবা না করা শয়তানের একটি ধোকা বৈ নয়। অন-র দিয়ে তাওবা করে তার উপর অটল থাকতে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফীক কামনা করা যেতে পারে। এটা তাওবার উপর অটল থাকতে সহায়তা করে। কুরআন, হাদীস ও উম্মাতের ঐক্যমতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাপ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة النور : 31)

হে ঈমানদারগন! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা আন-নূর: ৩১)

তিনি আরো বলেন:

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ (سورة هود : 3)

আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাওবা কর। (সূরা হুদ : ৩)

তিনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. (سورة التحريم : 8)

হে ঈমানদারগন! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর, বিশুদ্ধ তাওবা।

(সূরা আত-তাহরীম : ৮)

এ আয়াতসমূহ থেকে আমরা যা শিখতে পারি:

১- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল ঈমানদারকে তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২- তাওবা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভের মাধ্যম।

৩- তাওবার আগে ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তারপর তাওবা। ভবিষ্যতে এমন পাপ করব না বলে তাওবা করলাম কিন' অতীতে যা করেছি এ সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম না। মনে মনে ভাবলাম যা করেছি তা করার দরকার ছিল, ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন কি? তাহলে তাওবা কবুল হবে না। যেমন দ্বিতীয় আয়াতটিতে আমরা দেখি, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আর তোমরা নিজেদের প্রাতপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাওবা কর। ৪- তাওবা ও ইস্তেগফার হল পার্থিব জীবনে সুখ শানি- লাভের একটি মাধ্যম যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর তৎপর তাওবা কর, তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ-সম্ভোগ দান করবেন। (সুরা হুদ: ৩)
নূহ আলাহাহস সালাম তার সমপ্রদায়কে বলেছিলেন:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدْكُم

بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) (سورة نوح :10-12)

আমি বললাম, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধি দান করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। (সূরা নূহ : ১০-১২)

৫- আল্লাহ তাআলা বিশুদ্ধ তাওবা করতে আদেশ করেছেন। বিশুদ্ধ তাওবা হল যে তাওবা করা হয় সকল শর্তাবলী পালন করে। শর্তসমূহ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ের হাদীসসমূহ :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : والله إني

(لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً. (رواه البخاري হাদীস-১৩. আবু হুরাইরা ((রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: আমি দিনের মধ্যে সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তেগফার) করি ও তাওবা করি। বর্ণনায়: বুখারী হাদীসটি থেকে

(তওবা কেনো ও কিভাবে -আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান) 👆 👆

তওবার উপকারি

(তওবা জান্নাতের সোপান --খালিদ আল ফুরাইজ) 👉 👉

তওবা করলে তিনটি বড় বড় উপকারিতা লাভ হয়। যথা:

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ পালন। আর তাঁর নির্দেশ পালনেই নিহিত আছে ইহ ও পরকালের পরম সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ। কারণ, তিনি দিনে একশ বার তওবা করতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

ْقل إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُم

"হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসো তবে আমার অনুসরণ কর তবে আল্লাহ ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।" (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

তওবার মাধ্যমে গুনাহ সমূহ কেবল মোচন করা হয় না বরং সেগুলো নেকীতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

"কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহ গুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন।" (সূরা আল ফুরকান: ৭০)

সুপ্রিয় দীনি ভাই ও বোন, আমরা তওবার মহত্ব ও মর্যাদা এবং তওবা কারীর প্রতি মহান আল্লাহর ভালবাসা সম্পর্কে জানতে পারলাম। আরও জানতে পারলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব

(সহীহ বুখারী। অনুচ্ছেদ: দিনে-রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তওবা, হা/৫৮৩২, শামেলা 'সহীহ মুসলিম, অনুচ্ছেদ: অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা মুস্তাহাব, হা/৪৮৭১)

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বাধিক আল্লাহকে ভয় কারী হওয়া স্বত্বেও কত অধিক পরিমাণে তওবা করতেন। তাহলে এখন আমাদের চিন্তা করার দরকার আমাদের কী করণীয়? বাস্তবতা হল, আমরা তো বড়ই দুর্বল। আমরা অসংখ্য পাপের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। তাই নয় কি?

অতএব, এখন আমাদের কর্তব্য, কাল বিলম্ব না করে তওবা করা এবং পাপের পুঁতি দুর্গন্ধময় জগত হতে বের হয়ে অনাবিল সুন্দর ও আলোকিত ভুবনে ফিরে আসা। আমাদের উচিৎ চির শান্তির নীড় জান্নাতের প্রত্যাশা করা এবং জান্নাতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিবেশী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা।

আরবী কবি বলেন,

কাজ কর সে শাশ্বত: গৃহের তরে

রেজওয়ান যার দারোয়ান।

পড়শি যার আহমদ আর নির্মাতা রহমান।

কুস্তরী সম মাটি আর স্বর্ণ ছাড়ানো ভূমি।

সবুজ প্রকৃতি লতা-গুল্ময় জাফরান রয়েছে চুমি।

সে আবাস ভূমির দিলেন দিশা আহমদ প্রিয়তম।

বিক্রেতা যার দয়ার পাথার মনিব আপন জন।

নিশিত রাতে ডাকে জিবরীল কিনবে সে ঘর কে গো?

আঁধার মাড়িয়ে সালাতের তরে রাত্রিতে তব জাগো।

তওবার শর্তাবলী

জেনে রাখা দরকার যে, তওবার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এ সকল শর্ত সাপেক্ষে কেবল তওবা কবুল হতে পারে; অন্যথায় নয়। গুনাহ যদি বান্দা ও আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়; অপর কোন মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয় তবে তার জন্য তিনটি শর্ত। যথা:

১ম শর্ত: তৎক্ষণাৎ গুনাহ হতে বিরত থাকা।

২য়শর্ত গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া।

৩য় শর্তঃ পুনরায় উক্ত গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

উল্লেখিত তিনটি শর্ত পূরণ না হলে তওবা কবুল হবে না।

আর অন্যায় যদি অন্য মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তবে তার জন্য চার টি শর্ত। উল্লেখিত তিনটি শর্তের সাথে চতুর্থ শর্ত হল, সম্ভব হলে যার অধিকার হরণ করা হয়েছে তার সাথে বিষয়টি সুরাহা করে নেয়া। যেমন, কারও অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা হলে তা মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। অগোচরে কারও সমালোচনা করা হলে তার সাথে বিষয়টি মিটমাট করে নেয়া। তবে যদি তা সম্ভব না হয় তবে উক্ত ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে হবে এবং তার পক্ষ থেকে দান-সদকা করতে হবে।
(তওবার পরিচয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান খন্দকার সাহেব তাঁর বইতে এভাবে লিখেছেন তা তুলে ধরা হলো) 👉 👉

তওবার পরিচয় ও পদ্ধতি

মানুষ যখন কোন গোনাহ করে তখন তার বিরুদ্ধে চারটি জিনিস সাক্ষী হয়ে যায়। যথা:

ঘটনাস্থল: যে স্থানে গোনাহ করা হয় তা ঐ গোনাহর সাক্ষী হয়ে যায়, আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে বলেন: "সেই দিন (রোজ কিয়ামতে) যমীন তার খবরগুলো বর্ণনা করবে।"

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জমিনের পিঠের উপর যে কাজগুলো করা হয় জমিন সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ: এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. َ

অর্থাৎ: (কিয়ামতের) এ দিনে আমরা তাদের মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেব, তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে যা তারা (দুনিয়ার জীবনে) করেছে। (সূরা: ইয়াসীন)

হযরত মাওলানা রূমী (র.) বলেন: "চক্ষু সাক্ষ্য দিবে। হে আল্লাহ, আমার দ্বারা সে হারাম কাজ করেছে, কুদৃষ্টি দিয়েছে।" "কান বলবে: আমি পরনিন্দা ও গান-বাজনা শ্রবণ করেছি।" "ঠোঁট সাক্ষ্য দিবে: আমি হারাম স্থানে চুম্বন করেছি এবং এরূপ অপরাধে লিপ্ত হয়েছি। "হস্ত বলবে: আমি এ ভাবে ধন সম্পদ চুরি করেছি। এভাবে নেক আমলেরও সাক্ষী তৈরি হতে পারে, যেমন আরাফাত, মুজদালিফা ইত্যাদি স্থানে যে সকল নেক আমল করা হচ্ছে তারও সাক্ষ্য দাতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আমল লেখক সম্মানিত ফেরেশতামণ্ডলী: আল্লাহ পাক এদের সম্পর্কে বলেন: "কেরামান কাতেবীন (আমল লেখক ফেরেশতাগণ) তোমরা যা কিছু করছ তা অবগত আছেন।"

বান্দার আমলনামা (বা ছহীফা): এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "আর (বান্দার কৃতকার্য জানা যাবে) যখন আমল নামগুলো খুলে দেওয়া হবে।"

আল্লামা নববীর শরহে মুসলিম গ্রন্থে বলা হয়েছে: হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সাক্ষ্যদানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বান্দা যদি তার গোনাহ থেকে তওবা করে তা হলে আল্লাহ তার ভয়ের কারণ থাকবে না। তবে তওবা কবুল হওয়ার জন্য চারটি কাজ রয়েছে। তাদের তিনটি রয়েছে আল্লাহ্র হক পর্যায়ে এবং অবশিষ্ট ১টি রয়েছে বান্দার হকের পর্যায়ে।

তওবার অপরিহার্যতা

তওবা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। কে এমন বান্দাহ রয়েছে যে, আল্লাহর দরবারে দায়ী এবং লজ্জিত নয়? কাফির তার কুফরী হতে, মুশরিক তার শিরকী হতে এবং গুনাহর দরিয়ায় নিমজ্জমান ব্যক্তি সম্মান লাভের জন্য একমাত্র তওবার মাধ্যমে। ভ্রান্তপথ ও অন্যায় কাজ হতে সজাগ হয়ে সত্য ও ন্যায়ের রাস্তা গ্রহণ করবার সংকল্পের কাজ তওবা দ্বারাই হয়ে থাকে।

তওবার করা ফরয

শিরকি এবং কুফরী হতে অবিলম্বে তওবা করা ফরয। অতঃপর প্রত্যেক গুনাহখাতা ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বাতিল আকীদা হতে তওবা করবে। এ জাহেরী ঈমান ও আকীদার বিষয়

ঠিক হয়ে গেলে বাতেনী বিষয়ে তওবা করবে। বাতেনী বিষয় যথা, নফসের ক্ষতিকারক বিষয়গুলো লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি। এ সকল মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলো সব গুনাহের মূল। এ রিপুগুলো ইন্দ্রিয়ের সাহায্য এ অনিষ্টকারিতা হতে তওবা করা জরুরী এবং যথাসময়ে গুনাহ হতে তওবা করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وانْفِقُوا مِمَّارَزَ قْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّاءُ فِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلا

أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيب. ً

অর্থাৎ: আমি তোমাদিগকে যে রিযিক দান করেছি, মৃত্যু আসবার পূর্বে তা ব্যয় কর। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে যদি কিছু অবকাশ দান করতেন তবে আমি ঈমান আনতাম এবং নেক কাজ করতাম। এ আয়াতের তফসীরে লিখিত রয়েছে, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে মালাকুল মউত যখন রূহ কবয করতে এসে উপস্থিত হবে, তখন মুমূর্ষ ব্যক্তি একদিনের অবকাশ চাইবেন, যেন সে গুনাহ হতে তওবা করতে পারে। মালাকুল মউত বলবে, তোমাকে দীর্ঘ জীবন

দান করা হয়েছিল তখন তওবা করনি। এখন তোমার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়েছে এখন আর অবকাশের কোন সময় নেই। উপস্থিত হয়েছে এখন আর অবকাশের কোন সময় নেই। মুমূর্ষ ব্যক্তি তখন অতিশয় পেরেশান এবং ভীত হয়ে পড়বে এবং মাত্র এক ঘণ্টার জন্য সময় চাইবে; মালাকুল মউত তাও অস্বীকার করবে। তখন মানুষ ভয়ানক বিচলিত হয়ে যায়। মালাকুল মউত সেই অবস্থায় রূহ কবয করে নিয়ে যায়। লোক গুনাহগার হলে তাকে দোযখের হুকুম দেয়া হয় এবং নেককার হলে বেহেশতের হুকুম দেয়া হয়। যারা সারা জীবন গুনাহে লিপ্ত থাকে এবং সময় থাকতে তওবা করেনা মুমূর্ষ সময় তাদের তওবা কোনই কাজে আসবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন: যারা গুনাহে লিপ্ত থাকে, এমনকি মুমূর্ষ সময়ে বলে, আমি এখন তওবা করছি, তাদের তওবা কবুল হবে না।

তওবার গুরুত্ব

তওবার গুরুত্ব অসীম। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াত এবং অগনিত হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে, এটা একটি অপরিহার্য ফরয। যেমন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন :

تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا لَمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون . অর্থাৎ: "হে ঈমানদারগণ। তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা কর, যাতে করে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পার।" (সূরা: নূর, আয়াত: ৩১)

অন্য এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا.

অর্থাৎ : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর-নিষ্ঠাপূর্ণ তওবা।" (সূরা: তাহরীম, আয়াত: ৮)

তওবার ফযিলত সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين.

অর্থাৎ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে আত্মরক্ষাকারীগণকে ভালোবাসেন।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২২২)

হাদীস্থ শরীফে রয়েছে: কোন মোমেন যখন তওবা করে তখন আল্লাহ পাক কীরূপ খুশী হন তা এই দৃষ্টান্তটি দ্বারা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। দৃষ্টান্তটি হল: কোন লোক ঘটনাক্রমে একটি বিজন মরু ভূমিতে উপস্থিত হল। সেখানে হাজার ভয়ভীতি বর্তমান

আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু; তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় পবিত্র।"

এ লোকটি যখন ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল তখন তার খাদ্য ও পানীয় সহ আরোহণের জন্তুটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। লোকটি জাগ্রত হয়ে উক্ত জন্তুটিকে না দেখে ভীষণ চিন্তিত হল এবং বহু খোঁজাখুজি করেও কোন সন্ধান না পেয়ে সে বুঝল যে, মৃত্যু তাঁর অবধারিত। এরপর ক্লান্ত-শ্রান্ত ও হতাশ হয়ে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য। ঘুম ভাংগার পরেই দেখল যে তার হারানো উটটি তার শিয়রে দাড়িয়ে আছে। এ ব্যক্তির এ অবস্থায় যে আনন্দ হয় তার কোন সীমা থাকে কি? কোন বান্দা যখন তওবা করে তখন আল্লাহ রহমানুর রাহীম তার চেয়েও অধিক আনন্দিত হয়ে থাকেন।

হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে: আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তওবা কবুল করেন তখন ফেরেশতারা তাকে মোবারকবাদ জানালেন

এবং হযরত জিব্রাঈল ও হযরত মিকাঈল (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে বললেন: আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করেছেন: আপনার আশা পূর্ণ হয়েছে এবং আপনার চক্ষু শীতল হয়েছে। হযরআলাইহিস সালাম) তাদেরকে বললেন: আচ্ছা, আমি কি জানতে পারি যে, তওবা কবুল হওয়ার পরে আমার মকাম ও অবস্থান কোথায়? তখন অহী এলো: হে আদম, তোমার সন্তান-সন্তুতিদের জন্যে আমি দুঃখ-কষ্ট নির্ধারিত করে দিয়েছি, আর তোমার সূত্রে তারা তওবার উত্তরাধিকারও তারা লাভ করবে।

তাই তাদের যে কেউ আমার নিকট তওবা করবে, আমি তা অবশ্যই কবুল করে নেব; এ ব্যাপারে আমি কোন কার্পণ্য করবো না। ...হে আদম, আমি হাশরের মাঠে তওবাকারীকে এমন অবস্থায় উঠাবো যে, সে আনন্দে হাসতে থাকবে। আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করবো।

হযরত মুহাম্মসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি রাত্রি রাত্রিকালে পাপে লিপ্ত হয় তার পাপ ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ পাক হস্ত প্রসারিত করে তাকে সমস্ত দিন ডাকতে থাকেন। আর দিবাভাগে যে ব্যক্তি পাপ করে তাকে সারারাত ধরে ডাকতে থাকেন। এভাবে মাগরিব থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর ডাক অব্যাহত থাকে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে একটি লোক প্রশ্ন করেছিল:
একটি লোক তওবা করতে চায়। তার তওবার কোন সুযোগ আছে কি? এ প্রশ্ন শুনে তিনি অন্য দিকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে তাকে বললেন: বেহেশতের একটি দরজা বাদে সবগুলো দরজা কখনো খোলা হয় এবং কখনো বন্ধ করা হয়। আর একটিমাত্র দরজা এমন রয়েছে, তা কখনো বন্ধ করা হয় না। সর্বদা সেখানে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। অতএব নেক আমল ও এবাদাত বন্দেগীর ব্যাপারে কখনো হতাশ হয়ো না। বনী ইসরাঈল কওমের একজন লোক প্রথমে ২০ বছর ধরে আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত থাকে এবং পরবর্তী বিশ বছর সে আল্লাহর নাফরমানীতে মশগুল হয়। একদিন সে আয়নায় তার দাড়ি যে পাকা শুরু করেছে তা লক্ষ্য করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করল:

প্রভু হে, বিশ বছর আমি তোমার ইবাদাত করেছি এবং তারপরের বিশ বছর তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছি। এখন যদি আবার তোমার নিকট ফিরে আসি তবে তুমি আমার তওবা কবুল করবে কি? তখন গায়েব থেকে আওয়ায এল: তুমি আমাকে ভালোবেসেছ, আমিও তোমাকে ভালোবেসেছি।

আবার তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করেছি। তবে আমি তোমাকে অবকাশ দিয়েছি; তোমার উপর কোন আযাব নাযিল করি নি। এখন যদি তুমি আমার দিকে ফিরে আস, তবে আমিও তোমার তওবা কবুল করে নিব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত: হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: "বান্দা যখন তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং যে ফেরেশতারা গোনাহ লিপিবদ্ধ করেন তাদেরকে গোনার কথা একদম ভুলিয়ে দেন। এবং তওবাকারী যে অংগপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে পাপ করেছে আসমান-জমিনের যে স্থানে উক্ত পাপ করছে-সব কিছুকেই উক্ত পাপের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্তিত করে কেয়ামতের ময়দানে তওবাকারীর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য দিতে না পারে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, "কিয়ামতের দিন কিছু লোক নিজেদেরকে তওবাকারী বলে দাবী করবে। কিন্তু আল্লাহ্র নিকট তাদেরকে তওবাকারী বলে গণ্য করা হবে না। কেননা তারা তওবার সঠিক নিয়ম অবলম্বন করে নি। দুনিয়াতে তারা বাহ্যিক ভাবে তওবা করেছে। কিন্তু গোনাহর জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়নি। ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় সংকল্পও গ্রহণ করে নি, যার উপর জুলুম করেছে তার নিকট ক্ষমাও চায়নি। তার হকও আদায় করে নি। অথচ তাদের জন্যে এরূপ করার সুযোগ ছিল।

অবশ্য চেষ্টা সত্ত্বেও যদি হক আদায় করতে না পারে এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার ও কল্যাণ প্রার্থনা করে, তা হলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক মজলুম বা পাওনাদারকে সম্মত করায়ে তওবাকারীকে রেহাই দিবেন। এ ক্ষেত্রে আরো স্মরণ রাখা উচিৎ যে, সবচাইতে বড় বিপদ হচ্ছে, পাপ করে এমনভাবে ভুলে যাওয়া ও গাফেল হয়ে যাওয়া যে, তওবার কথা আদৌ অন্তরে জাগ্রত হয় না। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ হবে নিজ আমলের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং হঠাৎ করে গোনাহ হয়ে গেলে সংগে সংগেই তওবা করা।"

ফকীহ আবুল লাইস (র) বলেন: একদা এক ব্যাক্তি সাংঘাতিক একটি গোনাহ করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাবে কিনা এ ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসে। কিন্তু কী গোনাহ করেছে তা লজ্জায় বলতে পারছিল না। পরিশেষে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: মহান আল্লাহ বড় বড় গোনাহ্ও মাফ করে দেন। এরপর নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশ্ন করলেন: তুমি কি গোনাহ করেছ, আমাকে বল। সে বলল: হুযূর! তা প্রকাশ করতে আমার দারুণ লজ্জা হয়। হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাকে বলার জন্য হুকুম দেন। সে বলল: আমি বিগত সাত বছর যাবৎ কাফন চুরি করে আসছি।

কিছুদিন পূর্বে একজন আনসারী যুবতীর মৃত্যু হয়। তার কবর কুড়ে তার কাফন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় শয়তানের কুমন্ত্রণায় আমি তার সাথে যেনায় লিপ্ত হই। এরপর কিছুদূর যেতে না যেতেই উক্ত যুবতী কবর থেকে দাড়িয়ে বলল: ওহে যুবক, তুই ধ্বংস হয়ে যা। তোর কি মহাবিচারকের ভয় নেই? তিনি তো মযলূমের পক্ষ হয়ে যালেমের প্রতিশোধ নেবেন। তুই আমাকে অসংখ্য মৃত ব্যক্তির সামনে লজ্জা দিলি এবং আল্লাহর সামনে আমাকে অপবিত্র অবস্থায় দাড় করালি।'

এ কথা শুনে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংগে সংগেই তার ঘাড় ধরে বের করে দিলেন এবং বললেন: হে ফাসেক, তুই তো জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করেছিস। এরপর যুবকটি আল্লাহর নিকট তওবা করতে করতে বের হয়ে গেল। দীর্ঘ ৪০ দিন ধরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করার পর দোয়া করলেন: হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, আদম ও ইবরাহীমের আল্লাহ, তুমি যদি আমাকে মাফ করে দিয়ে থাক তবে এ সংবাদ হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদেরকে জানিয়ে দাও। আর যদি মাফ করে না থাক, তবে আসমান থেকে অগ্নি বর্ষণ করে আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দাও এবং আখেরাতে তোমার শাস্তি থেকে বাঁচাও। এরপর হযরত জিব্রাঈল (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার রব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞেস করেছেন যে, দুনিয়ার সমস্ত মাখলুক কি আপনি সৃষ্টি করেছেন, না আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন?

হযরত মুহাম্মদ বললেন: আল্লাহই আমাকে এবং তামাম জাহানকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনিই সকলের রিযিকদাতা। হযরত জিব্রাঈল বললেন, আল্লাহ পাক বলেছেন যে, তিনি সেই যুবককে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই যুবককে ডেকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন।

হযরত মূসা (আ)-এর কোন একটি লোকের অবস্থা ছিল এটাই, সে তওবা করে অবিচল থাকতে পারত না। তওবার পরক্ষণেই সে তার বিপরীত কাজে লিপ্ত হয়ে যেত। বিশ বছর ধরেই তার এ অবস্থা চলে। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ)-এর নিকট অহী পাঠালেন হে মূসা, এ বান্দাকে বলে দাও, আমি তার উপর অসন্তুষ্ট।

হযরত মূসা (আ) যখন তাকে এ খবর পৌঁছালেন তখন সে খুব মর্মাহত হয়ে এক জনমানবহীন প্রান্তরে চলে গেল এবং সে বলতে লাগল: প্রভু হে, তোমার অন্তহীন দয়া কি শেষ হয়ে গেছে। না আমার না-ফরমানি তোমার কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? তোমার অফুরন্ত মাগফেরাতের ভাণ্ডার কি খালি হয়ে গেছে, না তুমি মাগফেরাতের ক্ষেত্রে কৃপণতা করছো? বান্দার কোন পাপ কি এমন আছে যা তোমার আদি-অন্তহীন দয়া ও ক্ষমার চাইতে বড়? পাপ করাত বান্দার স্বভাব,এটা তোমার অন্তহীণ মহিমাকে অতিক্রম করতে পারে?

না, তা কিছুতেই নয়। তুমি যদি তোমার বান্দার প্রতি রহমত করা বন্ধ করে দাও, তবে সে কার কাছে আশা করবে? তুমি যদি তাকে নিরাশ করে দাও তা হলে সে আর কার দুয়ারে গিয়ে দাড়াবে? তোমার এ দুর্ভাগার জন্য যদি তোমার দয়া ও ক্ষমার দরজা বন্ধ হয়ে থাকে, আর যদি শাস্তির ফয়সালাই আমার জন্য হয়ে থাকে তা হলে তোমার সমস্ত বান্দার শাস্তি একা আমাকেই দাও; আমি সেই আজাব সকলের পক্ষ থেকে একাই বহন করব। তখন আল্লাহ পাক হযরত মূসার নিকট অহী পাঠালেন : হে মূসা, তুমি আমার সেই বান্দার নিকট গিয়ে বল: তুমি যদি সমস্ত দুনিয়া ভরেও পাপ করে থাক তবে তা অবশ্যই

আমি ক্ষমা করে দিলাম। কেননা তুমি আমার ক্ষমতা ও দয়ার গুণ সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছ।

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আওয়ায হচ্ছে গোনাহ্ করার পর সেই তওবাকারীর আওয়ায যে আল্লাহকে ডেকে বলে: ইয়া রব! এ সময়ে আল্লাহ বলেন: আমি হাজির, হে আমার বান্দা! তুমি যা ইচ্ছা কর, আমার কাছে চাও। তুমি আমার কোন কোন ফেরেশতার সমতুল্য। আমি তোমার ডানে, বামে, উপরে অর্থাৎ সবদিকেই আছি। আমি তোমার অন্তরের অন্তস্থলেরও নিকটবর্তী। হে আমার ফেরেশতাকুল! তোমরা সাক্ষী থাক আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম।"

উৎবাহ নামক একজন যুবক অনাচার, ব্যভিচার ও মদ্যপানে খুব অভ্যস্ত ছিল। এজন্যে সমাজে সে অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল। একদিন সে হযরত হাসান বসরী (র)-এর মর্মস্পর্শী ওয়াজে মুগ্ধ হয়ে সেই যুবক বলল: হে আল্লাহর প্রিয় বন্ধু! আমি একজন জঘন্য পাপী। আমার মত নাফরমানের তওবা কি আল্লাহ্ কবুল করবেন? উত্তরে তিনি বললেন: নিশ্চয়ই তোমার গোনাহ ও নাফরমানি সত্ত্বেও আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করবেন। তখন উক্ত যুবকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। দেহ তার কাঁপতে শুরু করল। সে চিৎকার করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর হযরত হাসান বসরী তার আরো নিকটে গিয়ে কবিতার কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করলেন।

তার সারমর্ম ছিল: ওহে নাফরমান যুবক। মহা আরশের অধিপতি আল্লাহর না-ফারমানির শাস্তি কি? তা তুমি অবশ্যই জানো; তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। যেখানে থাকবে ভয়ঙ্কর গর্জন। ভীষণ ক্রোধের সাথে বন্দী করে হেঁচড়িয়ে তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব তুমি যদি সেই অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার শক্তি রাখ, তা হলে আল্লাহর

নাফরমানী করতে থাক। নতুবা এখনি নাফরমানি ত্যাগ কর। তুমিতো গোনাহ্ করে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির জালে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছ। এখনো সময় আছে। ত্রাণ লাভের চেষ্টা কর। এ কথা শুনে যুবক পুনরায় চিৎকার দিয়ে বেহুস হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসার পর সে বলল: হযরত! আমার মত দুর্ভাগার তওবা কি আল্লাহ কবুল করবেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই কবুল করবেন। সে যুবক মাথা উঠিয়ে তিনটি দোয়া করল:

(১) হে আল্লাহ, আপনি

যদি দয়া করে আমার তওবা কবুল করেন আমাকে তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও প্রচুর স্মরণশক্তি দান করুন যাতে করে উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে সর্ববিধ ইলম পবিত্র কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হই

(২) হে আল্লাহ, আমাকে সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করুন-যাতে করে একজন পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও আমার তেলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট হয় এবং তা অন্তর বিগলিত হয়ে যায়।

(৩) হে আল্লাহ্, আমাকে হালাল রুজি দিন এবং ধারণাতীতভাবে আমার মদদ করুন।

আল্লাহ পাক যুবকের এ তিনটি দোয়াই কবুল করে নেন। ফলে তার প্রজ্ঞা ও মেধা হয়েছিল অপরিমেয়, তার তেলাওয়াত শুনে যেকোন নিষ্ঠুর লোকও তওবা করত এবং প্রত্যহ তার ঘরে দু'টি রুটি ও এক পেয়ালা তরকারী পাঠিয়ে দেয়া হত। এ খাদ্য কোথা থেকে এবং কিভাবে আসত, আর কে-ইবা তা পৌঁছাত সে সম্বন্ধে যুবক কিছুই বলতে পারত না। এ অবস্থা তার মৃত্যু পর্যন্তই জারী ছিল।

তাওবার হাকীকত

তওবা আল্লাহকে চিনবার উপায়। তওবা দ্বারাই নেকী-বদীর পার্থক্য হয়ে থাকে। মানুষ যখন গুনাহ করতে করতে শেষ স্তরে পৌঁছিয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই তার লজ্জা ও অনুতাপ উপস্থিত হয়। মানুষের বিবেক এক সময় অবশ্যই সজাগ হয় এবং নিজ গুনাহ তাকে

বিষের ন্যায় দংশন করতে থাকে। সেই বিষ জ্বালা শান্ত করবার জন্য মনে অস্থিরতা দেখা যায়।

সারাজীবন যে বিষ গলধকরণ করেছে তার জন্য মনে অনুশোচনা ও অনুতাপ উপস্থিত হলে সে নিজের বিবেকের নির্দেশেই হোক বা কারো সৎ পরামর্শই হোক অনুতপ্ত হয় এবং ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে সরল-সোজা ও ন্যায় পথ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়। অনুতপ্ত হয়ে পাপ পথ পরিত্যাগ করার এ সংকল্পের নামই তওবা। পীরের পাগড়ীর এক প্রান্ত হাতে ধরে মুখে তওবার কলেমা পাঠ করার সাথে যদি অন্তরের কোন যোগ না তাকে তবে তা তওবা বলে গণ্য হবে না।

তওবা কিভাবে করব

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিগণ বলেছেন: আটটি কাজ এমন রয়েছে যাতে গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। তার মধ্যে চারটি হচ্ছে এই: (১) তওবা করা অথবা তওবার এরাদা (ইচ্ছাপোষণ) করা। (২) ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। (৩) গুনাহের কাজে আল্লাহর আযাবের ভয় করা। (৪) আল্লাহর রহমতের প্রতি ভরসা করা। উপরোক্ত চার প্রকারের কাজ মনের সংকল্প বা ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরূপ চারটি কাজের সম্পর্ক শরীরের সাথে রয়েছে:

(১) দু'রাকাত নফল নামায আদায় করত: সত্তর বার তওবা ইস্তেগফার পাঠ করা এবং একশত বার।

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ.

"সুবহানাল্লাহিল আযীমে ওয়া বিহামদিহী" পাঠ করা এবং সম্ভব হলে একটি রোযা রাখা। এ সকল নামায মসজিদে পড়া উত্তম, তবে সম্ভব হলে গৃহেই পড়বে। তবে গোপন গুনাহের কাফ্ফারা গোপনেই আদায় করা ভাল। গুনাহ যদি প্রকাশ্য হয় তবে তওবাও প্রকাশ্যে করবে।

কান্নাকাটি ও বিনয়

গুনাহের তওবার বেলায় তওবার বাক্যই শুধু মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়। গুনাহ খণ্ডনের জন্য আল্লাহর নিকট সকাতরে ফরিয়াদ করবে, মিনতি সহকারে সম্ভবমত চোখের পানি বিসর্জন দিবে এবং সম্ভব মত সবকিছুই করবে।

হযরত আবু ওসমান মাগরেবীর নিকট তার এক মুরশিদ জানাল যে, কোন কোন সময় ভার যিকির করতে বিরক্তি ভাব এসে পড়ে। তিনি তদুত্তরে বললেন, "অন্তত: তোমার জাহেরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যিকির করছে। এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। শয়তানের উসকানীতেই এরূপ বিরক্তি ভাবের উদয় হয়ে থাকে। শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় প্রবেশ করে থাকে। সে তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হতে বিরত করতে চায়।"

তওবা না করার কারণ

গাফলতি, নাফরমানী এবং গুনাহ হতে ফিরবার একমাত্র পন্থা হল তওবা। অথচ সেই তওবা কেন করা হয় না এবং কেন এতে নানা ওযর ও গড়িমসি এসে পড়ে, সেই কারণগুলো জানা একান্ত দরকার। তওবা করতে ইচ্ছুক মনের তদারকী করা দরকার। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, কতিপয় কারণে মানুষ তওবা হতে দূরে থাকে এবং গাফলতি করে। তার প্রতিকারের ও বিভিন্ন উপায় রয়েছে। তওবা না করার কারণসমূহের মধ্যে তাও একটি কারণ হতে পারে যে, আখিরাতের প্রতি অথবা আল্লাহর দ্বীনের প্রতি কোনও ঈমান নেই।

অথবা দ্বীন ও ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থার অভাব। অথবা নফসের তাবেদারিতে এতই লিপ্ত যে, তওবা করার সাহসই হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ দুনিয়াদারীতে এতই মশগুল হয়ে পড়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই তওবা হতে গাফেল থাকবার কারণ।

তওবা না করবার আরো কারণ এটাই যে, আখিরাতকে অনেক দূরে মনে হয়। তা ঈমান ও ই'তেকাদের সাথে জড়িত। আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং হয়। তা ঈমান ও ই'তেকাদের সাথে জড়িত। আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহর ভয়ভীতি অন্তরে সঞ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার আগ্রহ জন্মে না।

তওবা করা সম্পর্কে মানুষের চরিত্রের দীর্ঘ-শুত্রিতা এসে পড়ে, মনে ধারনা হয় একদিন অবশ্যই তওবা করব: পীরের হাতেই তওবা করব। তখন মনে শয়তানের ওসওয়াসার উদয় হয়, তওবা করলে অমুক কাজ বাদ দিতে হবে শরীয়তের সব হুকুম আহকাম পালন করতে হবে তা বড়ই কঠিন মনে হয়। ইত্যাকার কারণে তওবায় বিলম্ব ঘটে থাকে। এরূপ গড়িমসির মধ্যে অনেকেরই জীবন যায় জীবনে তওবা আর নসীব হয় না।

উপরোক্ত অবস্থাগুলো মানুষের তওবার পথে বাধা হয়ে থাকে। বাধা যতই থাকুক আল্লাহর দরবারে নাজাতের আশা করলে এ সকল দুর্বলতা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। জাগ্রত ব্যক্তিকে কে জাগাতে পারে? তওবা তো তারই যার ঈমান আছে। কবর, হাশর, আযাব, সওয়াব, নেকী-বদী, জান্নাত, দোযখ প্রভৃতি আখিরাতের প্রতি যার ঈমান আছে। সেই তো তা চিন্তা করবে। যে ঐ সকল জিনিসের প্রতি ঈমান হারিয়েছে তার তওবা নসীব হওয়ার আশা কোথায়?

মোটকথা, নিজের মনের দুর্বলতা ও শয়তানের কঠিন ওসওয়াসা হতে উদ্ধার পেতে হবে। এটাই ঈমানদারের কাজ এবং ঈমানের লক্ষণ। মনকে একান্ত প্রস্তুতি করতে না পারা যায়, তবে নেককার লোকের সাথে উঠা-বসা করবে। তাদের নসীহত শ্রবণ করবে নিজের মৃত্যু চিন্তা করবে কবরস্থানে মাঝে মাঝে যাতায়াত করবে। এতে আখিরাত সম্পর্কে দীল সজাগ

হবে এবং তওবার ইচ্ছা জাগ্রত হবে। নানা প্রকারের গুনাহে লিপ্ত থাকলে যেকোন একটি হতে তওবা সহজ হলে তাই করবে। এভাবে একটি একটি করে গুনাহ বর্জন করতে থাকবে। তবে তওবার আসল উদ্দেশ্য হলো সব গুনাহ এবং গাফলতি হতে তওবা করা। যদি এক সাথে সবগুলো গুনাহ ত্যাগ করা সহজ না হয় তবে একটি করে বর্জন করার জন্য তওবা করবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীদিগকে ভালোবাসেন।"

তওবার করার শর্ত

গুনাহ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলে তখন লোকে তওবা করে থাকে। তওবার ফল ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। অর্থাৎ সর্বদা মনে অনুতাপ এবং লজ্জা জাগরিত হতে থাকে। মনে মনে নিজকে গুনাহগার ধারণা হয় এবং আখিরাতের ভয় বৃদ্ধি পায়। সর্বদা কাজে-কর্মে নিজকে আল্লাহর দরবারে দোষী এবং গুনাহগার বলে মনে হতে থাকে। হাদীস শরীফে তওবাকারীর নিকট উঠা-বসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? কেননা, তওবাকারীর মন গুনাহ হতে পাক থাকে। তাদের সাথে মিলামিশায় গুনাহ হতে বেঁচে থাকা যায়।

গুনাহের কাজ নফসের নিকট অতি মধুর হয়ে থাকে। তওবা করলে গুনাহের কাজ বিষাক্ত মধুর ন্যায় মনে হয়। গুনাহের কাজে ভয় জন্মে এবং ক্রমান্বয়ে গুনাহের খেয়াল দূরীভূত হয়ে যায়। যেকোন একটি বিশেষ গুনাহ সম্পর্কেই যে, এরূপ ধারণা হয় তা নহে বরং অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যে কোন গুনাহ সম্পর্কেই এরূপ খেয়াল হতে থাকে যে, অমুক কাজটি আল্লাহর নাফরমানী ছিল। যেমন কেউ কেউ বালেগ হওয়ার পর বহুকাল নামায তরক করেছে কিংবা রোযা তরক করেছে, যাকাত আদায় করেনি। তওবা করার পর তা যথাসাধ্য নেককাজ করবে এবং মনে মনে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করবে। সগীরা কবীরাহ যে ধরনের গুনাহ হোক না কেন, তার কাফ্ফারা আদায় করতে থাকবে। নেক কাজের ফলে বহু গুনাহ মিটে যায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات. ِ

অর্থাৎ, : নেককাজসমূহ গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

যদি বিগত জীবনে খুব আমোদ-প্রমোদ এবং আরাম-আয়েশে মগ্ন থেকে থাকে এবং ইবাদত-বন্দেগীতে গাফলতি করে থাকে তবে কষ্ট সহিষ্ণুতা সবর ও ধৈর্য অবলম্বন করে তার প্রতিকারের চেষ্টা করবে এ পথে দুনিয়ার মুহব্বত হ্রাস পেতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মোমেনের শরীরে কাঁটাবিদ্ধ হলেও তা দ্বারা গুনাহের কাফ্ফারা হতে থাকে।

হযরত রাসুলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন কোন কোন গুনাহ কেবল কষ্টভোগের দরুন মাফ হয়ে যায়। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) বলেছেন, বড় বড় গুনাহগারকে আল্লাহ বহু কষ্ট মসীবতে ফেলে থাকেন। যাতে তার গুনাহ খণ্ডন হয়ে যায়। সুতরাং পশ্চাতের গুনাহখাতা তওবা ইস্তেগফার এবং কাফ্ফারা দ্বারা গুনাই খণ্ডন করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ যেহেতু মেহেরবান তিনি তওবাকারী বান্দাহকে ক্ষমা করে থাকেন।

বর্তমান যিন্দেগীতে তওবাকারী তওবার উপর দৃঢ়ভাবে বহাল থাকবে এবং নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগী করবে। তওবাকারী ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়ভাবে তৈয়ার হবে। যেকোন মসিবত এবং আজমায়েশ বরদাশত করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। গুনাহ হতে সর্বদা দূরে থাকবে। আল্লাহর হুকুম আহকামের বেলায় গাফলতি বর্জন করবে। খাওয়া পরা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে করবে। খাওয়া পরার ভোগ বিলাস হতে পরহেযগারী এখতিয়ার করবে। কেননা, যতক্ষণ মানুষ খাওয়া পরার ভোগ বিলাস হতে পরহেযগারী অবলম্বন করতে না পারে ততক্ষণ মানুষ মুত্তাকী হতে পারে না।

তওবা কবুল হওয়ার ৪টি শর্ত

প্রথম শর্ত হল **:** فی - ان يقلع عن المعصية

ঐ গোনাহ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। এমনটি করলে হবে না যে নিজে গোনাহে মশগুল, অথচ মুখে গোনাহ থেকে তওবার কথা বলছে। একদিকে মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছে এবং অন্যদিকে বার বার লা- হাওলা পড়ছে।

দ্বিতীয় শর্ত হল : أن يندم عليها ঐ গোনাহর কারণে অনুতাপ সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ অন্তরে এমন এক বেদনা সৃষ্টি হওয়া যে, হায়! আমি এ কি অন্যায় করলাম। এর বড় দয়ালু মালিক ও পরোয়ারদিগারের হক আমি কেন আদায় করলাম না। হযরত আশরাফ আলী থানবী (র) বলেন: দোজখ যদি না থাকত, তবুও এত বড় অনুগ্রহ পরায়ণকারী প্রভুর নাফরমানি করা বান্দার জন্য নিশ্চয়ই অভদ্রতা ও মানবতাবিরোধী কাজ বলে পরিগণিত হত। বস্তুত: আল্লাহ পাকের দয়া এত বেশী যে ভদ্র ও সভ্য মানুষের পক্ষে মালিকের বিরোধিতা করা আদৌ উচিত নয়।

তৃতীয় শর্ত হল: أن يعزم عَزَمًا جَارَمًا أَن لا يَعُودُ أَبَدًا **.** এমন বলিষ্ঠ সংকল্প গ্রহণ করবে যে, ঐ গোনাহ জীবনে কস্মিন কালেও পুনরায় করবে না। প্রাণ বের হয়ে গেলেও তার কাছে আর যাবে না। স্মরণীয় যে তওবার সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলতে হবে। পরে যদি তওবা ভঙ্গ করা হয় তাতে এ তওবার কোন ক্ষতি হবে না। কোন এরাদা করা এক জিনিস এবং ইরাদা ভঙ্গ হয়ে যাওয়া আরেক জিনিস। তাই তওবার সময়ে আন্তরিক ভাবেই তওবা ভংগ না করার এরাদা হওয়া চাই।

এ ভাবে লক্ষ বার তওবা ভঙ্গ হলেও তওবার সময়ে গোনাহ না করতে ইরাদা কল্লে প্রতিবারের তওবাই কবুল হতে থাকবে। তবে কোন সন্দেহ নাই।

পবিত্র হাদীছে রয়েছে, কোন মানুষ যদি বার বার তওবা করে, অন্তর থেকে সংকল্প করে যে, ভবিষ্যতে কখনো আর এ গোনাহ করবে না। কিন্তু পরে যদি তওবা ভেঙ্গে যায় তবে তাকে 'গোনাহ করে যাচ্ছে' বলে গণ্য করা যাবে না। তাকে হটকারী বলেও অভিহিত করা হবে না। এক কথায় তাকে গোনাহগার বলা যাবে না। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: مَا اسرَ مِنَ اسْتَغْفِرَ وَإِنَّ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبِعِينَ مَرَّة .

অর্থাৎ: "যে ব্যক্তি ক্ষমা চাইল, যদিও সে দিনের মধ্যে একই পাপ সত্তর বার করে তবুও সে (পাপী তার পাপের উপর স্থির) বলে পরিগণিত হবে না।' (মেশতাতুল মাহাবীহ)

এটা আরিফ বিল্লাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার সাহেবের 'তওবার ফযীলত' নামক পুস্তিকার অংশ বিশেষ।

তওবা কবুল হওয়ার আলামত

যে বান্দাহ একান্ত সরল অন্তকরণে নিজের গুনাহসমূহ স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে তওবা করে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করে থাকেন। গুনাহ-ই আল্লাহ এবং বান্দাহর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। তওবা সেই ব্যবধান দূর করে থাকে মানুষের দীল একখানি আয়নার ছায়া। তা ফিরিশতা জাতীয় উপাদানে সৃষ্টি। মানুষের গুনাহের ফলে তা দুর্বল ও মলিন হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহর পথের আলো হতে ক্রমশ: দূরে সরে যেতে থাকে। খাঁটি তওবা দ্বারা দীলের এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা বিদূরিত হয়ে যায়। তওবা করবার পর যদি দীল সাফ মানুষ হয় এবং ক্রমশ: দীলের ভাব পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং আল্লাহর দিকে মন আকৃষ্ট হয়, নেক কাজের প্রতি মনের আগ্রহ বাড়তে থাকে তবে মনে করা হয় যে তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। তা অতিশয় সৌভাগ্যের এবং নেক নসীবের লক্ষণ মনে করা হয়।

এরূপ তওবা নসীব হওয়ার জন্যই তরিকতের রাস্তা অনুসরণ করতে হয়। তরিকতপন্থী আধ্যাত্মিক উস্তাদের সাহায্য ও সাহচার্য এ পথে সহায়ক হয়ে থাকে।

গুনাহ কঠিন হলেও আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া যাবে না। কেননা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া কুফরী। অবশ্য গুনাহ ভারী হলে আল্লাহর দরবারে গভীরভাবে রোনাজারি করতে হবে। হাদীস শরীফের মর্মে জানা যায়, গুনাহগার লোকও বেহেশতে গমন করবে। তারা ঐ সকল লোক যারা গুনাহ করলেও মনে মনে আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং গুনাহের জন্য শরমিন্দা থাকত।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, সাবান দ্বারা যেমন কাপড় পরিষ্কার করা হয়, নেকী তেমনি গুনাহ ধৌত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেছেন, "ইবলিশ প্রতিজ্ঞা করে বলল, 'হে আল্লাহ। আমি তোমার বান্দাহদিগকে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত ধোঁকা দিতে থাকব, যেন কেউই বেহেশতে প্রবেশ করতে না পারে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, আমার ইজ্জতের কসম। আমিও আমার বান্দাহর জন্য তওবার দরজা খোলা রাখব এবং যখন সে তওবা করবে তাকে ক্ষমা করে দেব।

একদিন এক হাবশী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গুনাহকারী তওবা করলে কি আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেন, হ্যাঁ। গুনাহ করে তওবা করলে তওবা কবুল হয়ে থাকে। হাবশী তখন চলে গেল, তারপর এক সময়ে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি যখন গুনাহ করেছি, তখন কি আল্লাহ তা দেখেছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, বান্দাহর সব কাজই আল্লাহ দেখে থাকেন। হাবশী তা শুনে বেহশ হয়ে পড়ল। অতঃপর দেখা গেল যে, তার রূহ বের হয়ে গিয়েছে।

জনৈক বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনা

বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক অতি বড় গুনাহগার ব্যক্তি ছিল। সে একজন বড় আলেমের নিকট গিয়ে বলল, হযূর। আমি ভারী গুনাহ করেছি, নিরানব্বই জন লোককে বেকসুর কতল করেছি। এমতাবস্থায় আমার তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কিনা? আলেম ব্যক্তি বললেন, না, তোমার তওবা কবুল হতে পারে না। তা শুনে সে ব্যক্তি ক্রোধে উন্মুক্ত হয়ে সে আলেমকেও হত্যা করে ফেলল। অত:পর সে ব্যক্তিকে তার তওবা কবুল হবে কিনা এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য খুব বড় আলেমের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করবার জন্য লোকে পরামর্শ দিল। অত:পর সে অন্য এক আলেমের নিকট গেলে তিনি তাকে দেশ ত্যাগ করে অন্য এক দেশে যাবার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, সেখানে গিয়ে তওবা করলে তার তওবা কবুল হবে।

লোকটি নিজ গুনাহ হতে মুক্তিলাভের আশায় ব্যাকুলভাবে আলেমের পরামর্শ মতে নিজ দেশ ছেড়ে সেই দেশে যাবার জন্য রওনা হল। কিন্তু লোকটি সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পূর্বেই তার মৃত্যু হল। অতঃপর তার রূহ নিয়ে
ফেরেশতাদের মধ্যে দু'ধরনের মত হল? একদল তাকে বেহেশতি এবং অপর দল তাকে দোযখী বলে দাবি করতে লাগল।

এরপর আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে ফায়সালা করে দিলেন যে, যদি সে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অর্ধেকের চেয়ে বেশি এসে থাকে তবে তার নাজাত হবে, ফেরেশতাগণ পথ মেপে দেখলেন যে, সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অর্ধেকের চেয়ে মাত্র এক বিগত পথ এসছে। সুতরাং রহমতের ফিরিশতাগণ তার রূহ নিয়ে গেলেন এবং তাকে আল্লাহ মাফ করে দিলেন।

কি ভাবে বুঝবেন তাওবাহ কবুল হয়েছে

জনৈক মনীষী বলেছেন: তাওবাহ কবুল হয়েছে কী না, তা নিচে বর্ণিত চারটি আলামত দ্বারা বোঝা যায়। যথা:

(১) অনর্থক কথা, মিথ্যা বলা এবং গীবত হতে মুখ বন্ধ করা।

(২) অন্তরে কারো প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ না করা।

(৩) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা। এবং

(৪) মরণের জন্য তৈরি থাকা। সর্বদা নিজের গোনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা। আর আল্লাহপাকের বাধ্য হয়ে জীবন পরিচালনা করা।

জনৈক বিজ্ঞ মনীষীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাওবাহ কবুল হওয়ার এমন কোন নিদর্শন আছে কি, যদ্বারা তাওবাহ কবুল হয়েছে কি না বোঝা যেতে পারে?

জবাবে তিনি বললেন: হ্যাঁ, চারটি নিদর্শন আছে, এর দ্বারা বোঝা যাবে তাওবাহ কবুল হয়েছে কি না। যথা:

(১) খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা। সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা। অন্তরে তাওবার ভয়-ভীতি পয়দা হওয়া।

(২) সকল গোনাহের কাজ পরিত্যাগ করবে। ঝুঁকে পড়বে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি।

(৩) অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের হয়ে যাবে। মগ্ন হবে পরকালের চিন্তায়। এবং

(৪) আল্লাহপাক তার রিযিকের যে দায়িত্ব নিয়েছেন, এতে সন্তুষ্ট ও ভরসা করে তার ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা।

বলা দরকার, এই ধরনের মানুষদের প্রতি সাধারণ মানুষদের চারটি দায়িত্ব রয়েছে:

(১) সাধারণ মানুষ তাদেরকে মহব্বত করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মহব্বত করেন।

(২) সে যেন তাওবার ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, সে জন্য দু'আ করবে।

(৩) অতীত গোনাহের জন্য তাকে ভর্ৎসনা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না। এবং

(৪) তার সঙ্গ গ্রহণ করবে। তার ভাল দিকগুলো আলোচনা করবে। তাকে সাহায্য করবে। তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে।

তাওবাহ কবুল হয় মরণের আগে পর্যন্ত

হযরত হাসান বসরী (রহ)। খ্যাতিমান এক আল্লাহর ওলি। তিনি বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: আল্লাহপাক শয়তানকে দুনিয়াতে ছেড়ে দেয়ার পর সে বললো, হে আল্লাহ! আপনার ইযযত ও সম্মানের কসম করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করব। তখন আল্লাহপাক বললেন: আমার ইযযত ও সম্মানের কসম করে বলছি, মুমূর্ষু অবস্থার আগে পর্যন্ত আমি মানুষের তাওবাহ কবুল করতে থাকব।

অভিশপ্ত শয়তানের আক্ষেপ ও নৈরাশ্য

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, মানুষ প্রথম একটি গোনাহ করে ঠিকই কিন্তু তা লেখা হয় না। দ্বিতীয় গোনাহও লেখা হয় না। যতক্ষণ না পাঁচটি গোনাহ একত্রিত হয়। এরপর যদি সে একটি নেকি করে, তাহলে পাঁচটি নেকি লেখা হয়। আর এই পাঁচটি নেকির বদলায় তার কৃত পাঁচটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।
অভিশপ্ত শয়তান তখন আক্ষেপ করতে করতে বলতে থাকে, কীভাবে আমি মানুষকে আমার বশে আনব! আশ্চর্য! তার একটি নেকিই আমার সকল শ্রম নষ্ট করে দিল।

হযরত খাজা ফুযাইল(রহ)

একটি দুর্ধর্ষ ডাকাত দল। খাজা ফুযাইল (রহ) ছিলেন তাদের প্রধান।
একদিন তারা সিদ্ধান্ত করলো, তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী একটি কাফেলাকে তারা লুট করবে। কাফেলা আসছে...। আসতে আসতে কাফেলা প্রায় তাদের কাছেই এসে গেল। বিষয়টা তারা অবগত হয়েই খুব দ্রুত হাতে তুলে নিল তলোয়ার। সওয়ার হলো ঘোড়ায়। কাফেলা যে পথ দিয়ে অতিক্রম করবে সেই পথের পাশে একটি গোপন জায়গায় গিয়ে তারা কাফেলার অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে রইল। ঐ কাফেলায় মানুষ ছিল অনেক এবং অনেক শ্রেণীর। মুসাফির ছিল, ব্যবসায়ী ছিল, নারী ছিল, পুরুষ ছিল, ছিল শিশু-কিশোরও। পথ চলতে চলতে কাফেলা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর সামনে এগুনো যাচ্ছে না। তারা তাই পথিমধ্যে এক মুসাফিরখানায় বিশ্রাম নিতে থামল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাকাত দল অতর্কিত হামলা করে বসে কাফেলার ওপর।

এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরাঘাত, অস্ত্রের ঝনঝনানি, শিশুদের কান্নাকাটি এবং মহিলাদের আহাজারিতে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করলো, যেন তা মিনি হাশরের মাঠ! কাফেলার লোকেরা আক্রমণের শিকার হয়ে যে যেদিকে পারে সম্পদ-সামান সবকিছু ফেলে কেবল জান নিয়ে পালাল। বর্বর নির্দয় নিষ্ঠুর
ডাকাতেরা কাফেলার প্রচুর অর্থ-সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ডাকাতনেতা খাজা ফুযাইল (রহ) এক কোণে এক লোককে কী যেন পড়তে দেখলেন। তা তাঁর গায়ে সহ্য হলো না। রাগান্বিত হয়ে গেলেন তার কাছে। শুনতে পেলেন তার কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছে নিচের এই আয়াতখানার তেলাওয়াত। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন....আসেনি কি এখনো সে সময়, যখন মুমিনদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে-ভয়ে কেঁপে ওঠবে?

আল্লাহপাকের কালাম। বরকত এর সীমাহীন। এর বরকতে মুহূর্তের মধ্যেই পাল্টে যেতে পারে একটি জীবন। এমন ঘটনাও আছে প্রচুর। হযরত উমর ফারূক (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা

আনহু)-এর জীবনে পরিবর্তন এসেছিল। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন আল্লাহপাকের একটিমাত্র আয়াত শুনেই। আল্লাহপাকের পবিত্র কালামের তেলাওয়াত শ্রবণ হযরত উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর অন্তরে তীব্র ঝড় তুলেছিল। ফলশ্রুতিতে তিনি পরিণত হয়েছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম সাহাবী হিসেবে। তিনি এতই উঁচু
মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন যে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন: যদি নবুওয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ না হতো তাহলে আমার পরে নবী হতেন হযরত উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)।

যাক ইতিহাসের সেসব কথা। এমনি এক সময়ে যখন খাজা ফুযাইল (রহ) এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করতে শুনলেন, তখন তা তার জীবনে দারুণ রেখাপাত করলো। ফলে পাল্টে গেল তাঁর জীবন। হাত থেকে তিনি অস্ত্র ফেলে দিলেন। ঘোড়াকে ছেড়ে দিলেন। চলে গেলেন তাঁর নেতৃত্বাধীন ডাকাত দলকে ছেড়ে। চলে গেলেন নির্জন কোন জায়গায়। জনমানবশূন্য সেই জায়গায় গিয়ে শুরু করলেন হাউমাউ করে কান্না। কান্না আর কান্না। এই যে কান্না শুরু হয়েছে যেন এই কান্নার আর বিরতি নেই। অতীত জীবনের কৃত গোনাহের কথা মনে করে অনেক অনেক কাঁদলেন। ক্ষমা চাইলেন আল্লাহপাকের দরবারে। করলেন তাওবাহ। বেছে নিলেন ওই নির্জন স্থানকেই নিজের আবাসভূমি হিসেবে।

কিছুদিন পরের ঘটনা। একটি কাফেলা পথ চলছে...। নির্দিষ্ট স্থানে এসে তারা নিজেদেরকে ডাকাতদল হতে নিরাপদ রাখতে খুবই সাবধানে পথ চলছে। বিশেষ জায়গায় এসে তারা দেখতে পেল, এখানে একজন আল্লাহর বান্দা যিকির-ইবাদতে মগ্ন রয়েছেন। কাফেলার লোকেরা তার কাছে জানতে চাইল, হযরত। আপনি ফুযাইল সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন? সে কি এখন এখানেই কোথাও আছে, নাকি অন্য কোথাও ডাকাতি করতে গিয়েছে? জবাবে ঐ আল্লাহওয়ালা বললেন: তোমরা এখন থেকে আর ফুযাইলকে ভয় করো না। তাকে ভয়

করার কোন কারণ নেই। কারণ সে নিজেই এখন মহান এক সত্তাকে ভয় করে। সেই সত্তার ভয়েই সে তার সময় কাটায়।

তারও পরের কথা। হযরত কুযাইল রহ.-এর জীবনী থেকে জানা যায়, পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর তিনি খুঁজতেন শুধু সেসব কাফেলাকে, যাদের অর্থ-সম্পদ তিনি লুটপাট করেছিলেন। যখনই কোন কাফেলার সন্ধান পেয়েছেন, তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন তাদের থেকে লুটপাটকৃত সম্পদ। এবং মাফ চেয়েছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : এরপর তাকে ভাল-মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন। যে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে, সে হয় সফল এবং যে নিজেকে কলুষিত করে সে হয় ব্যর্থ-ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহপাক মানুষকে ভাল-মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন। বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ এবং আসমানী কিতাব নাযিল করে দেখিয়েছেন সরল ও সঠিক পথের সন্ধান। বলেছেন, আল্লাহ নির্দেশিত সরল ও সঠিক পথে চললে অনন্ত শান্তি ও সুখের ঠিকানা জান্নাত পাওয়া যাবে। সতর্ক করেছেন শয়তানের পথ সম্পর্কে। বলেছেন, শয়তানের পথে চললে যেতে হবে জাহান্নামে। এখন যে যে পথের অনুসরণ করবে, তার পরিণতি হবে সে হিসেবেই।

শয়তানও আক্ষেপ করে

জনৈক তাবেয়ী বলেন: কোন গোনাহগার যখন তার গোনাহের পর তাওবাহ করে, আল্লাহপাকের দরবারে চায় ক্ষমা, নিজের গোনাহের জন্য হয় লজ্জিত, তখন এই লজ্জা ও তাওবার কারণে তার মর্যাদা আরো অনেক বেড়ে যায়। সে হয়ে যায় জান্নাতের অধিকারী। অভিশপ্ত শয়তান তখন আক্ষেপ করে বলতে থাকে, হায়! যদি আমি তাকে গোনাহের প্রতি আকৃষ্টই না করতাম, কতই না ভাল হতো তাহলে। (মানে তার সম্মান তো তাহলে আর এত বাড়তো না।)

তিনটি কাজ তাড়াতাড়ি করা উত্তম

(১) নামায। সময় হলেই সাথে সাথে নামায নামায আদায় করে নেয়া উচিত। মুসতাহাব সময় থেকে বিলম্ব করা কিছুতেই ঠিক নয়।

(২) মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা। মৃত্যুর পর যত দ্রুত সম্ভব লাশকে কবরস্থ করা উচিত। এবং

(৩) গোনাহের পর তাওবাহ করা। এটাও তাড়াতাড়ি করার কাজ। কিছুতেই যেন এমন না হয় যে, তাওবার আগেই সে মারা যায়।

আল্লাহপাকের নিকট তাওরাজারীর সম্মান

তাওবাকারীকে আল্লাহপাক চারভাবে সম্মান দেখান। যথা:

(১) তাওবাকারীকে গোনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করেন, যেন সে কোনদিন গোনাহই করেনি।

(২) আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীকে ভালবাসেন।

(৩) শয়তান থেকে তাকে হেফাযত করেন। এবং

(৪) দুনিয়া ত্যাগের আগে (মরণের আগে) তাকে নির্ভয় এবং নিরাপদ করে দেন।

দোযখ অতিক্রম করার সময় তাওবাকারীর অবস্থা

হযরত খালিদ বিন মাদান (রহ) বলেন: তাওবাকারীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর বলবে, আল্লাহপাক তো বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশ করতে হলে দোযখের ওপর দিয়ে চলতে হবে। তখন তাদেরকে বলা হবে: তোমরা দোযখের ওপর দিয়েই চলে এসেছ, কিন্তু তখন দোযখ ঠাণ্ডা ছিল।

মুসলমানদেরকে লজ্জা দেওয়ার ওপর ধমকি

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: যদি কেউ কোন মুসলমানকে তার কোন দোষের কারণে লজ্জা দেয়, তাহলে সেও দোষী ব্যক্তির সমতুল্য। অর্থাৎ সে যেন নিজেই উক্ত দোষে দোষিত হলো। এবং কেউ যদি কোন মুসলামানের গোনাহের কারণে তার বদনাম ছড়ায় তাহলে সে অবশ্যই মৃত্যুর আগে এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত হবে। করা হবে তার বদনামও।

ইমাম ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রহ) বলেন: কোন মুসলমান কখনো ইচ্ছা করে কোন গোনাহ করে না। গোনাহ হয়ে যায় তার থেকে গাফিলতি' ও অসতর্কতার কারণে। সুতরাং তাওবাহ করার পর তাকে লজ্জা দেওয়ার অর্থ কী?

তাওবাহ দ্বারা গোনাহ সম্পূর্ণ মিটে যায়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন: কোন বান্দা যখন প্রকৃত তাওবাহ করে, তখন আল্লাহপাক তার তাওবাহ কবুল করে নেন। গোনাহলেখক ফেরেশতা ও গোনাহগারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপের কথা ভুলিয়ে দেন। উদ্দেশ্য, তারা কেউ যেন পাপকাজ সম্পর্কে সাক্ষী দিতে না পারে। এমনকি গোনাহের স্থানও ভুলিয়ে দেন।

আল্লাহপাক যখন শয়তানকে অভিশপ্ত করলেন, তখন শয়তান বললো, আমি আপনার ইযযত-সম্মানের কথা কসম করে বলছি, যতক্ষণ আপনার বান্দা জীবিত থাকবে, ততক্ষণ আমি তার বক্ষ থেকে বের হব না। অর্থাৎ তার দ্বারা গোনাহ করাতে থাকব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমিও আমার ইযযতের কসম করে বলছি, আমি তার তাওবাহ কবুল করতে থাকব।

উম্মতে মুহাম্মদির বৈশিষ্ট্য

অতীতের উম্মতও গোনাহ করতো। তাদের গোনাহের শাস্তি হতো, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করে দেয়া। গোনাহগারের ঘরের দুয়ারে অথবা তার শরীরে কুদরতিভাবে লেখে দেয়া হতো, অমুকের ছেলে অমুক এই গোনাহ করেছে। তার তাওবাহ হলো এই...। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদিকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাদের কোন গোনাহ প্রকাশ করে দেয়া হয় না। যখনই কোন বান্দা তার গোনাহের জন্য তাওবাহ করে আল্লাহপাক তার তাওবাহ কবুল করে নেন। গোনাহকে তার মিটিয়ে দেন। যখনই কোন বান্দা তার গোনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে বলে: প্রভু হে! আমার দ্বারা গোনাহ হয়ে গেছে। আমি অন্যায় করেছি। অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তার এই দু'আ শুনে আল্লাহপাক বলেন: আমার বান্দা গোনাহ করেছে। এখন সে বুঝেছে, তার এক পালনকর্তা আছেন। যিনি ইচ্ছা করলে তাকে সেই গোনাহের কারণে শাস্তি দিতে পারেন। পারেন তাকে মাফও করে দিতে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। যদি কেউ গোনাহ করে অথবা নিজের ওপর যুলুম করে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে আল্লাহকে পাবে সীমাহীন দয়াময় ও ক্ষমাশীল। সুতরাং প্রতিটি মানুষের সকাল-সন্ধ্যা নিজের গোনাহের জন্য তাওবাহ করা উচিত

গোনাহ লেখার আগে নোকর অপেক্ষা করা হয়

প্রতিটি মানুষের ডান-বাম কাঁধে দুজন ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। ডান কাঁধের ফেরশতা বাম কাঁধের ফেরেশতার শাসক বা নিয়ন্ত্রক। মানুষ কোন গোনাহ করলে বাম কাঁধের ফেরেশতা তা লিখতে চায়, কিন্তু ডান কাঁধের ফেরেশতা তাকে বাধা দিয়ে বলে: গোনাহের সংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত গিয়ে পাঁচে না দাঁড়াবে ততক্ষণ পর্যন্ত লিখবে না। এরপর পঞ্চম

গোনাহের পর তা লেখার জন্য সে অনুমতি চায়। ডান কাঁধের ফেরেশতা আবারো বাধা দিয়ে বলে: আরো অপেক্ষা করো, হতে পারে সে কোন একটি নেকির কাজ করবে।

এমন সময় বান্দা যদি কোন একটি নেকির কাজ করে তাহলে ডান কাঁধের ফেরেশতা বলেন: আল্লাহপাকের নীতি-বিধান হলো, প্রতিটি নেকিকে দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া। সুতরাং একটি নেকির জন্য সওয়াব হবে দশগুণ। বলা দরকার, তার গোনাহ হলো মাত্র। সুতরাং পাঁচ নেকির পরিবর্তে পাঁচটি গোনাহ মাফ হয়ে গেল। বাকি পাঁচটি নেকি আমি লিখে নিচ্ছি। এই অবস্থা দেখে অভিশপ্ত শয়তান চিল্লাচিল্লি করে বলতে থাকে। আমি কীভাবে মানুষকে কাবু করতে বা আয়ত্তে আনতে পারব!

তাওবার ফলে গোনাহ নেকিতে পরিণত হয়

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন: একবারের ঘটনা। এশার নামাযের পর আমি কোথাও যাচ্ছিলাম। পথে জনৈক মহিলা আমাকে বললো: আবু হুরাইরা!

আমার দ্বারা অনেক বড় একটি গোনাহ হয়ে গেছে। আমি কি তাওবাহ করতে পারব? আমি জানতে চাইলাম, কী গোনাহ হয়েছে তোমার দ্বারা? বললো: যিনা হয়ে গেছে। যিনার ফলে যে সন্তান জন্ম নিয়েছিল, তাকে আমি মেরে ফেলেছি।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন: আমি তার এই কঠিনতম গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করে বললাম: তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছ, অন্যকেও ধ্বংস করেছ। না, এখন আর তোমার জন্য তাওবার অবকাশ নেই। মহিলাটি একথা শুনে পরে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এদিকে আমি চলে গেলাম সামনের দিকে। কিন্তু লজ্জিত হলাম এই ভেবে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই কেন আমি নিজের ধারণা থেকে মাসআলা বলে দিলাম!

পরের দিনের ঘটনা। সকাল বেলায়ই আমি গিয়ে পৌঁছলাম হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে। বললাম হুযুরের কাছে গেল রাতের সব ঘটনা। হুযূর আমার মুখে ঘটনার বিবরণ শুনেই বললেন: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহ রাজিউন। আবু হুরাইরা। তুমি নিজে ধ্বংস হয়েছ, ধ্বংস করেছ তাকেও। তোমার কি মনে নেই এই আয়াতখানার কথা?

যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না, যিনা করে না (তারা নেককার)। আর যারা এরূপ করে, তারা গোনাহগার। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। অপদস্ত হয়ে তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং ঈমান নিয়ে আসে, আর নেক কাজ করতে থাকে, এসব লোকদের গোনাহকে আল্লাহপাক নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন: আমি একথা শুনে সেই মহিলাটির খুঁজে বের হলাম। আর মদীনার অলিতে-গলিতে একথা বলে ঘুরতে লাগলাম, গত রাতে কে আমার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিল? আমার এ অবস্থা দেখে ছেলে-মেয়েরা বলতে লাগল, আবু হুরাইরা পাগল হয়ে গেছে। শেষে রাতের বেলায় ঐ নির্দিষ্ট স্থানেই মহিলাটির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাকে আমি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীর কথা জানালাম। বললাম, তোমার জন্য তাওবার দরোজা খোলা আছে। মহিলাটি আমার কাছে একথা জেনে এতই আনন্দিত হলো যে, সাথে সাথে সে বলে উঠলো, আমার অমুক বাগানটি মিসকীনদের জন্য সদকা করে দিলাম!

জনৈক বুযুর্গ বলেন: তাওবার দ্বারা আমলনামার গোনাহ নেকি দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়, এমনকি কুফর পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :হে নবী! আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন,

যদি তারা কুফরী থেকে তাওবাহ করে নেয়, তাহলে তাদের আগের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। কুফর সবচে বড় গোনাহ, তাও তাওবাহ দ্বারা মাফ হয়ে যায়। সুতরাং অন্যান্য ছোট গোনাহ তো অবশ্যই মাফ হয়ে যাবে।

হযরত মুসা ((আলাইহিসসালাম) এর নিকট শয়তানের তওবা

হযরত মূআলাইহিসসালাম)। আল্লাহপাকের নির্বাচিত এক বান্দা। তিনি নবীও ছিলেন, রাসূলও ছিলেন। একবার তার কাছে এসে শয়তান বললো: হযরত! আপনি আল্লাহপাকের মনোনীত রাসূল। আল্লাহপাকের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য আপনি লাভ করেছেন। আমি ইচ্ছা করেছি, তাওবা করবো। দয়া করে আপনি আল্লাহপাকের কাছে সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমার তাওবা কবুল করেন।

শয়তান তাওবা করবে! বাহ, কতইনা খুশির খবর! শয়তানই যদি তাওবা করে ফেলে তাহলে আর চিন্তা কিসের? গোমরাহ তাহলে আর কোন মানুষই হবে না। এসব কিছু ভেবে হযরত মআলাইহিসসালাম) খুবই খুশি হলেন। অযু করলেন। দাঁড়ালেন নামাযে। নামায শেষ হলে পরে তিনি দু'আয় মগ্ন হলেন। দু'আয় সুপারিশ করলেন শয়তানের তাওবা কবুল করার জন্যে। আল্লাহপাক তখন হযরত মূসা (আ) কে বললেন: মূসা! শয়তান মিথ্যা বলেছে। সে আপনার সাথে প্রতারণা করছে। পরীক্ষা করতে চাইলে তাকে বলুন, সে যেন আদমের কবরে সিজদা করে। তাহলেই আমি তার তাওবা কবুল করে নেব।

হযরত মুসা (আলাইহিসসালাম) খুব খুশি হলেন। খুশি হলেন এই কারণে যে, শয়তানের তাওবা কবুলের জন্য আল্লাহপাক যে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, তা খুবই সহজ। অনায়াসেই সে এই শর্ত মেনে নিতে পারবে। খুশিতে গেলেন তিনি শয়তানের কাছে। গিয়ে বললেন, তাকে আদমের কবরে সিজদা করতে হবে। তাহলেই আল্লাহপাক তার তাওবা কবুল করে নিবেন। হযরত মআলাইহিসসালাম)-এর কাছে একথা শুনে শয়তান রাগে যেন ফেটে পড়লো।

বললো: জীবিত থাকতেই যাকে সিজদা করিনি তাকে মরণের পরে কী করে সিজদা করি? না, এসব আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

তাওবাহ সম্পর্কে হাদীসে কুদসী

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(১) হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের ওপর যেমন জুলুম করা হারাম করেছি, ঠিক তেমনি অন্যদের ওপরও তোমাদের জন্য জুলুম করা হারাম করেছি।

(২) হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়েত দান করি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা সকলেই আমার কাছে হেদায়েত চাও। আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করবো।

(৩) হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে আহার করাই, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা সকলেই আমার কাছে রিযিক-আহার চাও। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আহার দেব।

(৪) হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে কাপড় পরিধান করাই, সে ছাড়া তোমরা সকলেই বিবস্ত্র। তাই তোমরা সকলেই আমার কাছে পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে পোশাক দান করবো।

(৫) হে আমার বান্দাগণ। তোমরা দিবানিশি গোনাহ করো, আমি তা ঢেকে রাখি। সুতরাং তোমরা আমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষমা করবো।

(৬) হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার কোন উপকার করতে পারবে না, পারবে না কোন ধরনের ক্ষতিও করতে। কারণ এই ক্ষমতা তোমাদের নেই।

(৭)হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল জিন-ইনসান মিলে সকলেই যদি খোদাভীরু হয়ে যাও, তাতে আমার রাজত্বে সামান্য কিছুও বাড়বে না।

(৮) হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের জিন-ইনসান সকলেই মিলে যদি আমার অবাধ্য হয়ে যাও, তাহলে তাতে আমার রাজত্বে সামান্যও কমতি দেখা দিব না।

(৯) হে আমার বান্দাগণ! আদম (আলাইহিসসালাম .) হতে কিয়ামত পর্যন্ত সকল জিন-ইনসান একত্রিত হয়ে যদি তোমরা আমার কাছে সওয়াল করতে থাক, আর আমি তোমাদের সকলের চাহিদা পূরণ করতে থাকি, তবে তাতে আমার ভাণ্ডারে এতটুকুও কমতি দেখা দিবে না, যতটুকু সাগরে একটি সূঁচ ডুবিয়ে বের করে আনলে সাগরের পানিতে কমি দেখা দিতে পারে।

গোনাহ মাফের একটি খাস আমল

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করবার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ দোয়ার বরকতে তিনি আল্লাই পাকের নৈকট্য লাভ করতঃ আখিরাতে বাদশাহী লাভ করেছেন। অতএব, কোন মুমিন-মুসলমান খালেস নিয়তে নিম্নোক্ত দোয়াটি অধিক পরিমাণে পাঠ করলে আল্লাহ পাক তার যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করে দিবেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيم .

ইস্তিগফার ও তাওবার মধ্যে পার্থক্য কি?

যখন দুটি শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন ইস্তিগফার অর্থ অতীতের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা চাওয়া, এবং তাওবাহ মানে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা এবং নিজের খারাপ কাজের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা চাওয়া যা ভবিষ্যতে সামনে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়।

ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া আল্লাহ যে কোনো গুনাহ মাফ করতে পারেন। যে তওবার পর পাপকর্মের পুনরাবৃত্তি হয় না, তাকে বলে তওবাতুন নাসুহা বা খাঁটি তওবা।

তাওবার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপস্থিতি একান্ত জরুরি। নতুবা তওবা সম্পূর্ন হয় না।

১. পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া ও অনুশোচনা করা,

২. পাপ পরিত্যাগ করা বা গুনাহর কাজ ছেড়ে দেওয়া এবং

৩. ভবিষ্যতে আর কখনো পাপ না করার আন্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও আল্লাহর কাছে আন্তরিক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

৪. আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা

৫. মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া

সুতরাং, তাওবার ভিতর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ- তিনটি কালের সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান:

১. অতীতের সাথে কৃত পাপের লজ্জিত হওয়ার সম্পর্ক।

২. বর্তমানের সাথে গুনাহর কাজ ছেড়ে দেওয়ার সম্পর্ক।

৩. ভবিষ্যতের সাথে গোনাহ না করার অঙ্গীকারের সম্পর্ক।

যদি কোনো ব্যক্তি তার কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত না হয় বা তা পরিত্যাগের ইচ্ছা না করে, তাহলে তার মৌখিক তওবা উপহাস ছাড়া
আর কিছু নয়। মৌখিক তওবা প্রকৃত তওবা নয়। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া তাওবার একটি প্রকাশ।
তবে তওবার শর্ত পূরণ ছাড়া শুধু ইসতিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াতে পরিপূর্ণ তাওবা হয় না।

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

'যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়।'২০১

আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের সকল পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের সকল পদস্খলন ও কলমের ভুল থেকে। ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের কথা অনুযায়ী আমল না করার পাপ থেকে। আমরা মার্জনা কামনা করছি সে পাপ থেকে, যা আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার মাধ্যমে, ইলম অনুযায়ী আমল না করার মাধ্যমে এবং নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার না করার মাধ্যমে করেছি। আমরা লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে যেসব ভালো কাজ করেছি, সেসবের পাপ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হে মহান প্রভু, আমাদের
ক্ষমা করে দিন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে ও সকল মুমিন ভাইবোনকে তাওবা করে পুণ্যের পথে ফিরে আসার তাওফিক দান করেন। এবং

আমাদের সকলকে চিরশান্তির জান্নাতে একত্র করেন, যেখানে এমন সব নিয়ামত রয়েছে- যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, এমনকি কারও মনে তার চিত্রও কল্পিত হয়নি। আমিন।

সংকলন

১)এসো তওবার পথে-শাঈখ আব্দুল মালিক আল কাসিম।

২)মাসিক আল কাওছার।

৩)ইস্তিগফার -শাঈখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী।

৪)তওবা কেনো করবো কিভাবে করবো -মোহাম্মদ আব্দুর রহমান খন্দকার।

৫)তওবা কেনো ও কিভাবে--আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান।

৬)তওবা জান্নাতের সোপান--খালিদ আল ফুরাইজ।

৭) ওয়েবসাইট থেকে।